CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 October 2021 ■ আগরতলা ২৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১০ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য সফরে এলেন কেন্দ্রীয় কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। দুইদিনের ত্রিপুরা সফরে এলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী শোভা কারান্দলাজে। আগামীকাল তিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকের পাশাপাশি একাধিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সফরের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরও করছেন। ত্রিপুরায় আসার পূর্বে তিনি মণিপুর সফর সেরেছেন। মণিপুরেও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের খোজ নিয়েছেন। আইসিএআর গিয়েছেন এবং কৃষি ও কৃষক কল্যানে রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা দিল্লি ফিরে গিয়ে মন্ত্রকের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

আজ ত্রিপুরায় এসে তিনি সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। সাথে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ও ছিলেন। এদিন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কৃষি ও কৃষকের কল্যানে দিল্লিতে জমে থাকা প্রস্তাবগুলি অনুমোদনের জন্য কি পর্যায়ে রয়েছে তা খোজ নিয়ে ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া, আগামীকাল কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেবেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় কৃষি ও কৃষকের কল্যানে দারুন কাজ হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কিষান সম্মান যোজনার সার্বিক পরিস্থিতির খোজ নেবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্র মন্ত্রী শোভা কারান্দলাজের বক্তব্য, কেন্দ্র-রাজ্য মিলে জনগণের উন্নয়নে অংশিদারিত্ব নিয়েছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র, কঠোর হাতে মোকাবিলায় প্রশাসন

শান্তি বৈঠক উত্তর জেলায়, জোরদার করা হল নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৭ অক্টোবর।। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার জন্য একটি চক্র ষড়যন্ত্র করছে। উত্তর জেলার বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ, দোকানপাট ইত্যাদি হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়িয়ে শান্তির পরিবেশকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ছবি ও ভিডিও যারা প্রচার করেছে তাদের সনাক্ত করার জন্য মামলা নেয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে উত্তর জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে, পুলিশ প্রশাসন গোটা বিষয়টির উপর নজরদারী রাখছে বলে জানিয়েছে।

উত্তর জেলার জেলা পরিষদ কনফারেন্স হলে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

এদিকে আজ দুপুরে উত্তর জেলার জেলা পরিষদ কনফারেন্স হলে ধর্মনগর মহাকুমা শাসক সকল ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এক শান্তি আলোচনা সভায় বসেন।তাছাড়া ধর্মনগর ও পানিসাগর মহকুমার ধর্মনগর,কদমতলা,চুরাইবাড়ি ও পানিসাগর থানায় মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল পরিমাণে টি এস আর জোয়ান। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে দুটি মহকুমা। অপরদিকে অসম প্রশাসন অসম ত্রিপুরা সীমান্তে মোতায়েন করেছে অসম পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী।যাতে করে কোনো দুষ্কৃতীকারী রাজ্যে প্রবেশ করে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত করতে না পারে।বর্তমানে ধর্মনগর ও পানিসাগর মহকুমা জুড়ে উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

বাংলাদেশে হিন্দু আক্রান্তের ঘটনায় পানিসাগরে গতকাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল শেষে দুস্কৃতিকারীদের মসজিদে হামলার অভিযোগের ঘটনায় সংঘালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ মঙ্গলবার গভীর রাতে কদমতলা, প্রেমতলা, চুড়াইবাড়ি এবং ফুলবাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুস্কৃতিকারীরা ভাংচুর করেছে। আজ পানিসাগরের ডিসিএম এম উদ্দিন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।ঘটনাস্থলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রান্সিস ডারলং এবং চুড়াইবাড়ি থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি রাতভর টহল দিয়েছে। তাছাড়া রাতেই ধর্মনগর মহকুমা শাসক কমলেশ ধর ১৪৪ ধারা জারি করেন। আজ সকালে কদমতলা, চুড়াইবাড়ি এলাকায় প্রচুর পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পানিসাগরেও ১৪৪ ধারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে প্রথমদিনে জমা পড়ল ৪৪টি মনোনয়নপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে আজ ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিন। প্রথম দিনে বিভিন্ন দলের মোট ৪৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ১ থেকে ১৭ নং ওয়ার্ডের রিটার্নিং অফিসার তথা সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাসের কাছে ১৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ১৮ থেকে ৩৪ নং ওয়ার্ডের রিটারর্নিং অফিসার তথা সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহার কাছে ১৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ৩৫-৫১ নং ওয়ার্ডের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসীম সাহার কাছে ১৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। উল্লেখ্য, আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনে সিপিআই (এম) ৩৯টি, সিপিআই ৩টি, আরএসপি দলের ২টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ত্রিপুরায় সমস্ত রাজনৈতিক ভোটের প্রস্তুতি নিয়েছে। শাসক দল বিজেপি আগামী শুক্রবার সম্ভবত পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে। আজ আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে বামফ্রন্ট আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েছে।

রক্ত মাখা বাইক উদ্ধার হদিশ নেই নিখোঁজ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৭ অক্টোবর।। কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার জঙ্গল থেকে রক্তমাখা বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ব্যক্তি নিখোঁজ নোটন দাসের বলে জানা গেছে। গত তিনদিন ধরে নোটন দাস নিখোঁজ। রক্তমাখা বাইক উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনদিন ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির রক্তাক্ত বাইক উদ্ধার।ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগর ফরেষ্ট অফিস সংলগ্ন গভীর জঙ্গলে।

বাইক আরোহীর নাম নোটন দাস(৩২)। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগর শিবনগর এলাকায়।বাইক উদ্ধারকৃত স্থান এলাকার গভীর জঙ্গলে তল্লাসী চালাচ্ছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,লোটন পেশায় ফার্নিচারের কাজ করে। তাকে খুন করা হয়েছে নাকি অন্য কোন ঘটনা ধন্ধে পড়েছে পুলিশ।ঘটনায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে গোটা এলাকায়। পুলিশের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখলেও সংবাদ থাকার সময় পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির কোনো সন্ধান পায়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তির দাবীতে আজ আগরতলায় ৮ ঘন্টা গণঅবস্থান করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। অশান্ত হয়ে রয়েছে ত্রিপুরা। চারিদিকে চলছে শুধুই হামলা-হুজ্জুতি। শাসক সমর্থিত দুষ্কৃতিদের হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল আগরতলায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত কংগ্রেস ভবনের সামনে ৮ ঘন্টার গণ অবস্থানে বসবে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা। সাথে তিনি জানিয়েছেন, পুর নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, সময় মতো প্রার্থী ঘোষণা দেবে কংগ্রেস।

এদিন বীরজিত বাবু অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে, এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা বিরোধীদের উপর হামলা করছে। বাড়িঘর ভাংচুর চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমনের ঘটনায় ত্রিপুরায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁর দাবি, অশান্তির এই পরিবেশ থেকে ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তির প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অথচ, তিনি শান্তি ভগ্নকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন, নিশানা করেন বীরজিত সিনহা।

তাঁর ঘোষণা, ত্রিপুরায় শাসক দল সমর্থিত দুস্কৃতিকারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে আগামীকাল সকাল ১১টায় কংগ্রেস ভবনের সামনে ৮ ঘন্টার গণ অবস্থান পালন করা হবে। শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই হবে, গণ অবস্থান মঞ্চ ত্রিপুরা সরকারের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুলাইয়ে মৃৎশিল্পীর স্টুডিওতে দুস্কৃতিদের হানা, ব্যাপক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। ধলাই জেলার কুলাই বাজারে এক মৃৎশিল্পীর স্টুডিওতে হানা দিয়ে দুটি কালী প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এর পেছনে একটি দুষ্ট চক্র জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল। আসন্ন কালীপূজাকে কেন্দ্র করে মৃৎশিল্পীরা কালী প্রতিমা তৈরীতে ব্যস্ত।

কিন্তু কুলাই বাজার সংলগ্ন সুভাষ পাল এর মূর্তির দোকানে মঙ্গলবার রাতে কে বা কারা উনার তৈরী দুইটি কালী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে রেলের ইঞ্জিনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রেলের ইঞ্জিনে কাটা পড়ে আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনে। মৃত ব্যক্তির নাম সুরেশ দাস। বয়স আনুমানিক ৭৬ বছর।

সংবাদে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে শিলচরগামী ট্রেনটি যোগেন্দ্র স্টেশন অতিক্রম করে যাওয়ার পর সুরেশ দাস লাকড়ি সংগ্রহ করার জন্য স্টেশন চত্বরে যায় এবং ট্রেকের পাশে লাকড়ি সংগ্রহ করছিল। এমন সময় হঠাৎ জিরানীয়ার দিকে যাচ্ছিল একটি রেলের ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

শিক্ষকের দাবীতে জোলাইবাড়িতে পথ অবরোধ করল স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ অক্টোবর।। বাংলা বিভাগের শিক্ষক চেয়ে পথ অবরোধে বসলো ছাত্র ছাত্রীরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চিম জোলাইবাড়ী কে টি এইচ এস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বাংলা বিষয়ের শিক্ষককে অনত্র বদলী করাহয়েছে। এইনিয়ে বুধবার সকাল আনুমানিক ৭ টা ৩০ মিনিট নাগাদ জোলাইবাড়ী বিলোনীয়া যাতায়তের রাস্তায় অবরোধে বসে ছাত্র ছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীরা এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়েজানান বাংলা বিষয়ের শিক্ষককে বদলিকরে বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক দেওয়াহয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা জানায় বিগতদিনেও বিদ্যালয়ে একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছে। তাই সকলে বাংলা বিষয়ের শিক্ষক চাইছে। ছাত্র ছাত্রীরা জানান বিদ্যালয়টি ইংলিশ মিডিয়াম হলেও ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক রয়েছে। তাই বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকের প্রয়োজন। অপরদিকে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর দিকদিকে বিভিন্ন অসুবিধার কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরে ছাত্র ছাত্রীরা। এই অবরোধের খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে এলাকার উপপ্রধান, বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির সদস্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত ও জোলাইবাড়ীর বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ অন্যান্যরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। এলাকার উপপ্রধান রামপ্রসাদ ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে ঘটনার বিবরনতুলেধরেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নির্বাচন ঃ বামেদের আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা, দিলেন মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনে প্রথম প্রার্থী তালিকার ঘোষণা দিল বামফ্রন্ট। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে ৫১টি আসনের মধ্যে ৩৫টি আসনে প্রাথী তালিকা ঘোষণা হতেই মনোয়ন পত্র জমা দিলেন বাম প্রার্থীরা। এবার পুর নিগম নির্বাচনে বামেদের প্রার্থী তালিকায় অধিকাংশই নতুন মুখ বলে জানিয়েছেন সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস।

এদিন রতন বাবু বলেন, ত্রিপুরা পুর ও নগর নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আজ বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। তাই, আজকেই পুর নিগম নির্বাচনে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র সদর মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় আজ গণতন্ত্র বিপন্ন। নির্বাচন এখন উতবের মেজাজে অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ নেই। তাই, সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধারে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, আজ বামফ্রন্ট আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, আজ ৩৫টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তাতে, নতুন মুখ রয়েছেন ১৯ জন। তাঁর দাবি, নতুন ওয়ার্ড এবং বেশ কিছু ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় কিছু প্রার্থী বদল হয়েছে। তিনি বলেন, আজকেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন। সে মোতাবেক, আজ দুপুরে সুবিশাল মিছিল করে বাম প্রার্থীরা সদর মহকুমা শাসকের কাছে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সোসাইটির দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে ক্যাটাগরি ভিত্তিক কাগজে বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্য করা যাবে না ঃ টিএনএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি ২০২১ সম্পূর্ণ সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতির প্রসঙ্গে আজ রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কাছে দাবী পেশ করে ত্রিপুরা নিউজপেপার সোসাইটি। সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবী মন্ত্রীর কাছে তোলা হয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি অধিকার থেকে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়। এই প্রেস রিলিজটি হুবহু তুলে ধরা হল।

"রাজ্যের সংবাদপত্রের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আজ বিকেলে সচিবালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা নিউজ পেপারস সোসাইটির ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাংবাদিক অরুন নাথ, জয়ন্ত দেবনাথ, রঘুনাথ সরকার, অভিষেক দে, রাজীব রায়, অনির্বান দেবনাথ। বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েলও উপস্থিত ছিলেন। সৌহার্দপূর্ন পরিবেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

বুধবার মহাকরণে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন টিএনএস এর প্রতিনিধি দল।

ত্রিপুরা নিউজ পেপারস সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য ও সংস্কৃতির মন্ত্রীর কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়। ত্রিপুরা নিউজ পেপারস সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে পেশ করা দাবি সমূহে রয়েছে বিজ্ঞাপন নীতি,২০২১ সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ২০০৯ সালের বিজ্ঞাপন নীতি চালু রাখা, বিজ্ঞাপন নীতি ২০২১ চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে নতুন কোন সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দেবার চলতি প্রবণতা বন্ধ করতে হবে, সংবাদমাধ্যমে/সংবাদপত্র সংক্রান্ত সমস্ত কমিটিতে সোসাইটির প্রতিনিধি রাখতে হবে এবং এই প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব সোসাইটিকে দিতে হবে, ২০০৯ সালের বিজ্ঞাপন পলিসি অনুযায়ী একটি ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন পাঁচটি সংবাদপত্রকে দেবার রীতি রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ এই সময়ের মধ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দাবী পাঁচটি পত্রিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ পানীয় জলের দাবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ অক্টোবর।। পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার ৩৬ মাইলে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন প্রমিলা বাহিনী। অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে এবং তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রত্যন্ত

মুঙিয়াকামি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা গুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সংকট চলছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ডিডাব্লিউএস দপ্তরের উদ্যোগে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাম্প মেশিন বসানোরর জন্য পরীক্ষামূলক খনন করার কাজ চলছে। এই খননকাজ বনদপ্তর কর্তৃক বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ফলে পানীয় জলের উৎস সন্ধানে কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসীরা। এর প্রতিবাদে ১৮ মুড়া পাহাড়ে ৩৬ মাইল এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে জনজাতি মা-বোনেরা। বুধবার আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন ওই এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি অংশের মা-বোনেরা।

সংবাদে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বসবাসকারী ১৫০টি পরিবার পানীয় জলের জন্য দাবি করে যাচ্ছে।প্রতিদিন ছড়া কিংবা লুঙ্গার অপ্রিশ্রুত পানীয় জল পান করে জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে তাদের। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ডিডাব্লিউএস দপ্তর ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায় পাম্প মেশিন বসানোর জন্য পরীক্ষামূলক খননকার্য চলছে। বিগত কিছুদিন পূর্বে বনদপ্তর নির্দেশিকা দেয় যে জায়গাটিতে খননকার্য চলছে সেটি বনদপ্তরের। ফলে খনন কার্য করতে পারবে না।এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২২ ◘ ২৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ◘১০ কার্ত্তিক ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আইন সকলের জন্য সমান

ধর্ম নিরপেক্ষ সার্বভৌম দেশ ভারতবর্ষে আইনের ঊর্ধ কেউই নন। আইন প্রত্যেকের জন্যই সমান। কিন্তু অনেকেই ক্ষমতায় বলীয়ান হইয়া মনে করেন আইন তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না। এই ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত ধারণা। আইন যে আইনের পথে চলিবে তাহা বারবার প্রমাণিত হইতেছে।

সিবিআই, আইবির মতো আরও একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুরুতর অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী যেকোনও ধরনের মাদক সেবন, সংরক্ষণ ও পাচার করা বেআইনি কাজ বলিয়া গণ্য হয়। মাদক নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্য। অতএব এমন এক নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়া বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা থাকার চেষ্টার বিষয়টি দেখিবার জন্য রহিয়াছে অন্যতম কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো, সংক্ষেপে এনসিবি। বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ানকে মাদক কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা নিয়া সেই এনসিবির বিরুদ্ধেই গেরুয়া শিবিরের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে। এখানেই শেষ নয়। আরিয়ান মামলার এক সাক্ষীর সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়া হলফনামার ভিত্তিতে এনসিবির এক কর্তার বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ উঠিয়াছে। সন্দেহ নাই, এই জোড়া সাঁড়াশি আক্রমণের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ফের নিজেদের ইচ্ছায় মোদি-শাহরা ব্যবহার করিয়াছেন কি না সেই সঙ্গত প্রশ্নটি সামনে চলিয়া আসায়াছে। মাদক নিয়া রহস্য উপন্যাসের মতো বহু গল্প ছড়াইয়াছে। মাদক এক মহার্ঘ দ্রব্য, যাহার নামে কোটি কোটি টাকা উড়িতেছে বাজারে। নিষিদ্ধ মাদকের আকর্ষণ তীব্র। মাদকের মৌতাতে বুঁদ করিয়া মোটা টাকা উপার্জনের এই ব্যবসায় জড়িত বহু রথী-মহারথী। কেউ কেউ এও মনে করেন, মাদক কারবারের সঙ্গে বলিউডের কাহারও কাহারও সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। সেখানে হিন্দি সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো রাত-কাহিনির ওঠানামা। এমনই এক নাটকের মতো টানটান উত্তেজনাকর গল্পের হাত ধরিয়া কিছুদিন আগে জেলের ঘানি টানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। বলিউডের উঠতি নায়ক সুশান্ত সিং রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিনেতাকে মাদক খাওয়ানোর অভিযোগেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন রিয়া। এখন অবশ্য তিনি জামিনে মুক্ত। এবার এনসিবির জালে উঠিয়াছেন বলিউড বাদশার বছর তেইশের তরুণ তুর্কি পুত্র। মাদক সেবন করিয়া প্রমোদতরীতে বন্ধুবেষ্টিত হইয়া ফুর্তির নেশায় নাকি মাতিয়াছিলেন আরিয়ানএনসিবির অভিযোগ তেমনই। এ নিয়া মামলা চলিতেছে। আরিয়ানের জামিনের আবেদনও একাধিকবার খারিজ হইয়াছে। মামলা মামলার মতো নিশ্চয়ই চলিবে। সন্দেহ নাই, অভিযোগ গুরুতর। এই অভিযোগ প্রমাণ হইলে আরও একটি চর্চিত বিষয় ফের সামনে আসিবে, কীভাবে বড়লোক ঘরের এক শ্রেণির তরুণ মাদকের নেশা ও মাদক কারবারে জড়াইয়া পড়িতেছে।

এ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন নাই। কিন্তু আরিয়ান কাণ্ডে এনসিবির কাজকর্ম ও তৎপরতা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে বিভিন্ন মহলে। শাহরুখ খান বা তাঁহার পরিবার সক্রিয়ভাবে কোনও রাজনীতি করেন না। কিন্তু গান্ধী পরিবারের সঙ্গে যে তাঁহার ভালো সম্পর্ক তাহা সকলের জানা। উপরন্তু শাহরুখ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রশ্ন উঠিয়াছে, দেশের বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থা, করোনা নিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়া ক্ষোভ, কৃষকদের রাস্তায় পড়ে থাকার মতো ইস্যু থেকে চোখ ঘোরাইতেই কি শাহরুখ পুত্রের বিষয়কে এভাবে সামনে আনা হইল? এমন প্রশ্ন ওঠার পিছনে বেশ কিছু যুক্তিও আছে। কারণ মোদি সরকারের রিপোর্ট কার্ড বলিতেছে, গোটা দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের মুখ বন্ধ করা, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফাঁসাইয়া রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য ফোনে আড়িপাতা, আয়কর দপ্তরকে লেলিয়ে দেওয়া, সিবিআই, আইবির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগাইয়া হেনস্তা করার মতো বহু ঘটনার সাক্ষী রহিয়াছে দেশবাসী। এবারও হয়তো বা আরিয়ান কাণ্ডকে সামনে আনিয়া বিরোধীদের জ্বলন্ত ইস্যুগুলো ধামাচাপা দিতে চাইছে খোদ সরকার। এনসিবির বিরুদ্ধে শাসক দলের হইয়া কাজ করিবার অভিযোগে নতুন মাত্রা জুগাইয়াছে ঘুষ কাণ্ডের অভিযোগটি। এই কেসের প্রধান অফিসার তথা এনসিবির এক কর্তার বিরুদ্ধে শাহরুখ পুত্রকে ছাড়াইতে ২৫ কোটি টাকা নজরানা চাওয়ার অভিযোগ তুলিয়াছেন মামলার অন্যতম এক সাক্ষী। অরিয়ানকে গ্রেপ্তার করিবার পর থেকে ওই কর্তা পাদপ্রদীপের আলোয় চলিয়া আসিয়াছেন। ওই দুঁদে অফিসারের নানা কীর্তির কথা ক্রমশ সামনে আসিতেছে। এই নিয়া যথাযথ তদন্ত ও তাঁহার পদত্যাগের দাবি উঠিয়াছে। রং না-দেখে আইন মেনে যাঁহাদের কাজ করার কথা তাঁদের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠিলে বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। আশঙ্কা দেখা দেয় কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া কেউটে বের হইয়া যায়।

আরিয়ান কাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। সেই সঙ্গে তোলাবাজি বা ঘুষ প্রসঙ্গে যেসব গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে তাহারও তদন্তের প্রয়োজন আছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রাখিবার স্বার্থেই তাহা ভীষণ জরুরি। তারকা-পুত্রই হোক বা এনসিবি অফিসার অথবা সাধারণ মানুষ, আইনের চোখে সকলেই সমান। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের। মাদক বা ঘুষ কাণ্ডপ্রকৃত সত্য দুটিতেই প্রকাশ পাক। না-হইলে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় দানা বাঁধিবে। এখন দেখার বিষয় এব্যাপারে বিচার ব্যবস্থা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন দেশবাসী।

পেগাসাস ইস্যুতে শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব কুণাল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : পেগাসাস ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেফতারের দাবি নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বুধবার একটি ট্যুইট করে লিখেছেন পেগাসাসে সুপ্রিম কোর্টের তদন্ত কমিটি। প্রমাণিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপ সঠিক ছিল। তদন্তের স্বার্থে অবিলম্বে শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করে জেরা করা হোক। ও বলেছিল সব ফোন কললিস্ট রেকর্ডিং ওর কাছে আছে। ওকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করে সূত্র জানা প্রয়োজন। পেগাসাস কান্ডে উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশ। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পেগাসাস নিয়ে হইচই চলে রাজ্যসভা ও লোকসভার অধিবেশনেও। সংসদ ভবনের বাইরে প্রতিবাদে ধর্না প্রদর্শন করেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। পেগাসাস তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়ার পরই শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন কুণাল ঘোষ।

পদ্মায় ডুবল ১৭টি ট্রাক, উদ্ধারকাজে দমকল বাহিনী

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পদ্মায় ডুবল ১৭টি ট্রাক। পাটুরিয়া ঘাটে ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর নেই। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের সহকারীকর্তা নাসির মোহাম্মদ চৌধুরী এই দুর্ঘটনার খবর দিতে গিয়ে জানান, "বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ দৌলতদিয়া ঘাট থেকে ১৭টি ট্রাক নিয়ে আমানত শাহ ফেরিটি পাটুরিয়া ঘাটে পৌঁছয়। পাঁচ নম্বর ঘাটে ফেরিটি লাগানোর পর হঠাৎ সেটি কাত হয়ে আংশিক ডুবে যায়। ফেরিতে থাকা ট্রাকগুলো তখন নদীতে পড়ে যায়।" দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরে পরেই দমকল বাহিনী সেখানে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়।

গান্ধী—সুভাষ সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করতে চেয়েছি

সুগত বসু

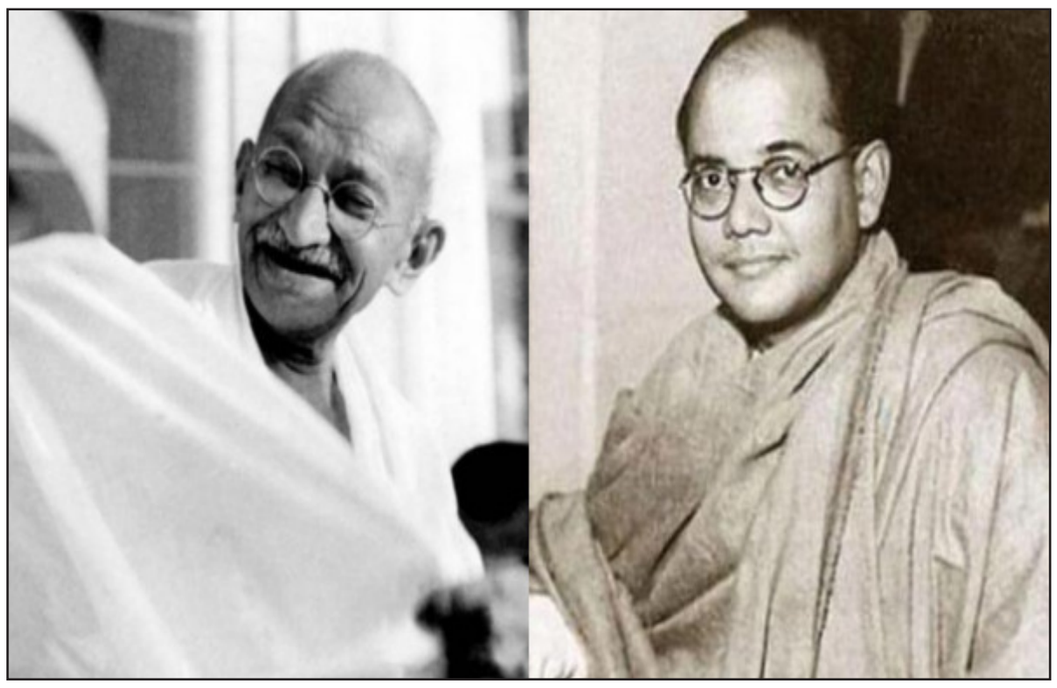

২১ জানুয়ারি প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে, এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে হাজির হয়েছিলাম। সে কী সাজো সাজো রব। উপলক্ষটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। আজ, ২৩ জানুয়ারি শিশিরকুমারে বসুর ব্রোঞ্জমূর্তির উদ্বোধান। তারই প্রস্তুতি চলছিল সেদিন।

একটা ব্যাপারে অবাক হয়েছিলাম, ভালও লেগেছিল। দু'দিন আগে থেকেই কত মুখের ভিন নেতাজির ভবনের আঙিনায়। বাচ্চার হাত ধরে অভিবাবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন নেতাজি-মহাত্ম্য। কেই সেলফি তুলছেন, চাইছেন ফোটোগ্রাফের সুবাদে বিরাট ইতিহাসের চলমান অংশ হয়ে যেতে। অনেকেই লাইব্রেরিতে ঘুরছেন। একজন তো এসেছেন সুদূর বাংলাদেশ থেকে। উদ্দেশ্য, চিকিৎসা করানো। কিন্তু হাতে কিছু বাড়তি সময় থাকায় সটান নেতাজি ভবনে হাজির। সুভাষচন্দ্র বসুর ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা সংকলন আছে কি? এই তার জিজ্ঞাস্য। এই মুখর আবহে-ই পাওয়া গেল অধ্যাপক সুগত বসুকে। হাসিমুখে জানালেন, ব্যস্ততা তুঙ্গে। দশ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। কিন্তু কথায়, আলোচনায় ধার্য সময় কখন যে পেরিয়ে গেল। উদ্ভাসিত হল বহুমুখী বাস্তবের আলো। যেসব বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশিষ্ট অধ্যাপক, তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

গুজব রহস্যমানব ও নেতাজি

নেতাজি সম্বন্ধে ঐতিহাসিত তথ্যের কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে পরিস্কার করে বলা যায় যে, বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে নেতাজি সংক্রান্ত যেসব দলিল যেমন তার আলোকচিত্র ও ফিল্ম ফুটেজ, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর লেখা চিঠি--- যা কিছু তিলে তিলে সংগ্রহ করা হয়েছে---সেগুলোই নেতাজি সম্বন্ধে সবচেয়ে বিশ্বাস্য তথ্য। সেগুলিই পড়া উচিত। বারবার পড়া উচিত। আমার বাবা শিশিরকুমার বসু বলতেন, নেতাজি রহস্যমানব ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিল একদম কাচের মতো পরিষ্কার, স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁকে বারবার রহসম্যানব করে তোলার অপচেষ্টা হয়েছে। নেতাজি ও রহস্য এই দু'টি শব্দকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সচেতনভাবে। এমন অবস্থায় নেতাজির নিজের লেখা পত্র পড়তে হবে গভীর মনোযোগে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি জড়িত ছিলেন, এ কথা সুবিদিত। কিন্তু আজাদ হিন্দুস্তানের বিষয়ে গিয়েছেন। এক) সাম্য। দুই) সমানাধিকার। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যেন সাম্য ও সমানাধিকার চর্চার সুযোগ পায়। তিনি কখনও বলেননি, একে অন্যকে সহ্য করতে হবে। বরং বলেছেন কালচারাল ইন্টিমেসি বা সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য-র কথা। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্তর দিয়ে চিনতে হবে তাঁর সহ নাগরিককে। একে অপরকে ভালবাসতে হবে। আমরা যাদি তাঁর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রক্লেমেশনটি পড়ে দেখি, দেখব, শেষ বাক্যে ইক্যুয়াল রাইটস বা সামানাধিকারের কথা তিন তিনবার জোর গলায় বলেছেন। আর তাঁর জীবন যদি দেখি, তাহলেও শিক্ষণীয় উপকরণ পাব বইকি। আমার বাবা শিশিরকুমার বসু এই বাড়ি থেকে তাঁকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন গোমো অবধি। কিন্তু পেশায়ারে কে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য? মিয়া আকবর শা। যিনি দেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজি যখন ৯০ দিন ধরে ডুবোজাহাজে করে ইউরোপ থেকে এশিয়া এলেন, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ, সেই সময় প্রথম কয়েক মাস তাঁর একমাত্র ভারতীয় সঙ্গীর নাম ছিল আবিদ হাসান। যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধ করল কোহিমায়, ফৌজের প্রথম ডিভিশনের সেনাপতির নাম ছিল মহম্মদ জামান কিয়ানি। সম্প্রতি মইরাং গিয়েছিলাম। এই মইরাংয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দ ফৌজের একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে হবে সিঙ্গাপুরে, তখন যাকে এটি তৈরি করার ভাব দিয়েছিলেন নেতাজি ---তাঁর নাম কর্নেল সিরিল জন্য স্ট্রেসি। চুম্বকে, প্রত্যেককে নিয়ে চলার এই যে আদর্শ, যাকে আমরা ইনক্লুসিভনেস বলি, তা নেতাজি কাজে করে দেখিয়েছিলেন

জাতীয়তাবাদ ও নেতাজি

নেতাজি যে দেশপ্রেমের কথা বলতেন, সেটা ছিল ভীষণ উদার। দেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝতেন সেই ভালবাসা, যা আমাদের উৎসাহিত করবে একে অপরকে সেবা করতে। একই সঙ্গে যে দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সৃজনশীল হতে। যে জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ, আত্মমগ্ন ও স্বার্থপরতার দোষে দুষ্ট আর ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ---তাকে তিনি কখনও স্বীকৃতি দেননি।

তিনি জানতেন দেশপ্রেমের দুটো দিক থাকতে পারে। একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি উন্নতির আলো আর একটা দিক থেকে আমরা পেতে পারি বিভেদও কলহের বার্তা। অনেকেই নেতাজিকে দেশপ্রেমিক বলেন। তারা নিশ্চয় ঠিক বলেন, তবে এর সঙ্গে আরও দুটো কথা যোগ করতে হবে। তা হল নেতাজি ঐক্য ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। "হিজ ম্যাজেস্টি'স অপোনন্ট" ও নেতাজি আমার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটি যা ও যেমন ছিল, সেই আকারেই আবারও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে আমাকে বলা হয়েছিল নতুন একটি 'ইন্ট্রোডাকশন' বা 'ভূমিকা' লিখতে। ২০১১-'২০। মাঝের এই ক'বছরে আবিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমি সাংঘাতিকাভে বদলেছে ও প্রভাবিত হয়েছে। উত্থান ঘটেছে সেই দক্ষিণপন্থী শক্তির, যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত তো বটে, কিন্তু স্বভাবে ও প্রকরণে খুবই স্বৈরাচারী। এটা সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, তুরস্ক এমনকী এই ভারতেও তার দেখা মিলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজির জীবনদর্শন কীভাবে নতন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে, তা নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে। ভূমিকায় সেটাই তুলে ধরেছি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভূতের ভবিষ্যৎ ও অপবিজ্ঞান

শোভনলাল চক্রবর্তী

১৯৮৫ সালে আমেরিকান টেলিভিশন জগতে হৈ চৈ ফেলে দিয়ে যাত্রা শুরু করে একটি আপাদমস্তক বিজ্ঞানভিত্তিক চ্যানেল—ডিসকভারি। অচিরেই সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞান বিষয়ক চ্যানেলের রেটিং পেয়ে যায় এই চ্যানেলটি, যাদের স্লোগান ছিল 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ার্স'। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ক্যামেরা পাঠিয়ে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে এরা তুলে ধরতে থাকেন একের পর এক আশ্চার্য সব অনুষ্ঠানের ডালি। অচিরেই শুরু হয় ডিসকভারির একটি শাখা চ্যানেল। অ্যামিম্যাল প্ল্যানেট। শুধুমাত্র জীবনজদের নিয়ে এই চ্যানেলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অসাধারণ কিছু সঞ্চালকের কৃপায়, যারা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে পড়তে থাকেন একেবারে পশুপাখিদের মাঝখানে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ডিসকভারি ও তাদের সহযোগী চ্যানেলগুলি। সাধারণ মানুষের খাবার টেবিলে, শোবার ঘরে এরা ঢুকে পড়েন। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠানের পসরা সাজিয়ে। এই শতকের শুরুতে হঠাৎ ছন্দপতন, ডিসকভারি চ্যানেল একটি অনুষ্ঠানে দেখায় একটি পোড়ো বাড়িতে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। যেমন কিছু আলো পাখা আচমকা জ্বলে উঠছে, আবার নিভে যাচ্ছে। একটি দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে দেওয়াল দিয়ে। দরজা, জানলা বন্দ হচ্ছে খুলে যাচ্ছে নিজের মতো। এই আধণ্টার অনুষ্ঠানটি ঘিরে আলোড়ন পড়ে যায়, এবং দর্শকদের চাহিদা মেটাতে ২০০১ সালে শুরু হয় ধারাবাহিক 'হন্টেড হোটেলস'। তার পরের বছর এরিক ফন দানিকের বহির্বিশ্বের মানুষ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়ে (যা এতদিনে বুজরুকি বলে প্রমাণিত) শুরু হয় ধারাবাহিক 'মিস্টেরিয়াস জার্নিস'। এর পর চলতে থাকে ভূত এবং আধিভৌতিক বিষয়ের ওপর একের পর এক ধারাবাহিক। এর ফলে ওইসব ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক স্তরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ভূতের ধারাহাহিক। আমাদের দেশে এবং রাজ্য তার ব্যতিক্রম ছিল না। টিআরপি লোভ সামলাতে না পেরে এরপর ডিসকভারি চ্যালেন শুরু করে একটি ধারাবাহিক যাব নাম 'ঘো, ট হান্টার্স', যেখানে একদল মানুষ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সহযোগে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে মাঠে নামেন। ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো এক জিনিস আর ভূত ধরে দেখানো আরেক জিনিস। চ্যানেলটি আপামর জনসাধারণ দেখেন, শিশুরাও দেখে কাজেই কোনও ভুল তথ্য বা ভুল ধারণা চ্যানেল মাধ্যমে প্রচারিত হলে, সচেতন নাগরিকের কর্তব্য অসঙ্গতিগুলিকে সামনে রাখা, এখানে তিনটি বিষয় আছে, প্রথম ঘোস্ট হান্টার্স-এ কী বা কেন ঘটছে তার ব্যাখ্যা নেই, শুধু মাত্র কয়েকটি বৈদ্যুতিন যন্ত্র দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে ভূত আছে। দ্বিতীয়ত, যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো কি কাজে লাগে, বা যে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে সে সবের অর্থ কি তা দর্শকদের না জানিয়েই তাঁরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করছেন। তৃতীয়ত, অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভূতের যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তেমন অপবিজ্ঞান আর হয় না। এঁরা ভূত আছে ধরে নিয়ে তার অস্তিত্বকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে চাইছেন । কিন্তু কেন? যে ঘটনা ভূতুড়ে বলে পরিচিত, তাকে নতুন করে ভূতুড়ে প্রমাণ করার দরকার আছে কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে ভূত আছে, তাহলে তারা নিজেদের মতো করে, নিজেদের নিয়মে আছে। যেমন আমরা দেখেছি 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ছবিতে। সাধারণ মানুষ তো তাকে দিয়ে মর্জিমাফিক কিছু করিয়ে নিতে পারবে না, তাহলে তার পেছনে ছুটে ঠিক কী লাভ? ভুত ধরার যে যন্ত্রটি ঘোস্ট হান্টার্সরা ব্যবহার করেন, যাকে তাঁরা বলেন, ঘোস্ট ডিটেক্টর তা আদতে একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক মাপার যন্ত্র। যার পোশাকি নাম 'ইএমএফ মিটার' বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি মিটার। এখন এই যন্ত্রে ভূত ধরা মানে ভূত আসলে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু এটা কী করে জানা গেল? এখানে বলা দরকার যে দৃশ্যমান আলোও একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। তাছাড়া আমরা যে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি যেমন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, টিভি—এগুলি সকলেই বিভিন্ন আলাদা সম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে। তাই এইরকম একটা যন্ত্রে কাছাকাছি আনলে ওই মিটার উঁচু রিডিং দেখাবে, তার জন্য কোনও ভূতের দরকার হবে না। ঘোস্টা হান্টার্সরা লেজার ও অবলোহিত (ইনফ্রোয়েড) রস্মি নির্ভর একটি যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন যার নামটি গালভরা, প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর। এই যন্ত্রটির ব্যাপারে বলার কথা এই যে, ওই যন্ত্র থেকে নির্গত তরঙ্গ কোনও কঠিন বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলে সেই বস্তুর অবস্থান বোঝা যায়। অর্থাৎ যন্ত্রটির কাজকে বাদুড়ের চলাফেরা (শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আবার অবলোহিত তরঙ্গ উষ্ণতা মাপতে সাহায্য করে। তাহলে ঘোস্ট হান্টার্সরা প্রক্সিমিটি ডিটেক্টর নামক যে যন্ত্র দিয়ে ভূত ধরছেন সেই ভূত কঠিন পদার্থ আবার একই সঙ্গে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা কোনও অজানা উপায়ে মাধ্যমকে গরম করে তোলে। অর্থাৎ ভূত এক সোনার পাথরবাটি। এই বিজ্ঞানের গুঁতোতে তো আইনস্টাইনও কাবু হয়ে যেতেন, আমরা তো কোন ছাড়। ঘোস্ট হান্টার্সদের ফলাফলের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় শক্তির নিত্যতা সূত্র। যে সূত্র অনুযায়ী শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না, কিন্তু রূপান্তর হয়। ঘোস্ট হান্টার্সদের ব্যাখ্যা, মানুষ মারা গেলে তার শরীরের যে বিপুল শক্তি তা তো বিনষ্ট হতে পারে না, তাই সেই শক্তিই ভূত হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। বেশ, তাই না হয় হল। এখন প্রশ্ন হল,যখন কোনও শিশু জন্মায়, আস্তে আস্তে বেড়ে ওছে তখন কি তাহলে শক্তি সৃষ্টি হয়? যদি তা না হয় তবে মৃত্যুতেই বা শক্তির বিনাশ হতে হবে কেন? মানুষের চলাফেরা, কাজকর্ম, শরীরের তাপমাত্রা, যাকে আমরা শক্তি বলি, সেটা আসলে একটা জটিল প্রক্রিয়া। খাবার থেকে পাওয়া রাসায়নিক শক্তি এখানে যান্ত্রিক ও তাপশক্তিতে পরিণত হয়ে সব ধরনের শারীরিক ক্রিয়া ঘটতে সাহায্য করে ও শক্তি জোগায়। এই শক্তি কোথায় জমা থাকে না, উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যায় সমস্ত কোষে। মৃত্যু ঘটলে শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শক্তির সরবরাহ বন্ধ হয় এবং সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এখানে একসঙ্গে অনেকটা শক্তি বেরিয়ে আসার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাই শক্তির নিত্যতা সূত্র দিয়ে আর যাই হোক ভূতের ব্যাখ্যা চলে না। তবে আমসল বিপদটা ভূতে নয়, অপবিজ্ঞানে। এই যে কিছু বিজ্ঞানঘেঁষা শব্দ, কিছু যন্ত্রপাতি দেখিয়ে একটা ভিত্তিহীন বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত বলে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সাধারণ মানুষের মনে এর প্রক্রিয়াটা হয় অনেক বেশি। হাত দেকা, গ্রহরত্ন, মাদুলি, তাবিজ, ভূত প্রেত সব বিষয়ে অর্থহীন বাজে কথা ও কুযুক্তি বিজ্ঞানের ছোঁয়া গেলে যেন শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায়। বিজ্ঞানশিক্ষিতদ্ধক মানুষও সেকথা বিশ্বাস করতে শুরু করেন। তা সে কম্পিউটারের সাহায্যে ভাগ্য গণনা হোক, ম্যাগনেটিক থেরাপি হোক, কোনও বিশেষ রশ্মি শোষণ করার তত্ত্ব হোক বা ব্ল্যাক হোলেরশক্তি দিয়ে মানুষের রোগব্যাধি সারানোর তত্ত্ব হোক। ভূত যখন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ হয়ে যায় তখন তাকে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার এক পরিচিত বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন, যিনি ভূত যে আছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন যে, আলোর যেমন ভূতেরাও নাকি তাই। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> আগামী দিনে হয়ত ডাইনির ডিএনএর গঠন, ব্রাহ্মণ, দলিতদের রক্তের উপাদানের পার্থক্য, পৈতের জীবাণুনাশক ধর্ম, এইসব নিয়েও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ভুত হতে থাকবে। এখানে সঙ্গত প্রশ্ন, আমরা কী করব? টিভি চ্যানেল বন্ধ করে তো বসে থাকতে পারব না। তবে যেটা পারি এবং করতে হবে সেটা হল এই অনুষ্ঠানগুলো না দেখা। বাড়ির শিশুদের দেখতে না দেওয়া।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিআইএম নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে মন্দিরে হামলার ৩ মামলা সিআইডিতে, গ্রেপ্তার আরও ৩

মনির হোসেন,ঢাকা,২৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশের নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে মন্দির, পূজামণ্ডপ, দোকানপাট ও বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর ও নিহতের ঘটনায় হওয়া তিনটি মামলা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (এআইজি) মো. জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

বুধবার সকালে নোয়াখালী জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে। বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর জাহিদুল হক বলেন, মামলা হস্তান্তরের আদেশ হয়েছে। তবে মামলার কাগজপত্র এখনো সিআইডিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। শিগগিরই দেওয়া হবে।

পুলিশ সদর দপ্তরের আদেশে বলা হয়েছে, ইসকন মন্দিরে হামলা-ভাঙচুর ও দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা, ব্যাংক রোডের রাধামাধব জিওর মন্দির ও রামঠাকুরের আশ্রম ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলা, কলেজ রোডে তিনটি মন্দির ভাঙচুরের মামলাএ তিন মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে, মন্দিরে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় নোয়াখালীতে চলমান বিশেষ অভিযানে মামলার এজাহারভুক্ত আসামিসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, হাতিয়ায় মন্দিরে হামলা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সাহাব উদ্দিন (৪৫), বেগমগঞ্জের চৌমুহনীতে মন্দিরে হামলার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ থেকে শনাক্ত করা আসামি চৌমুহনীর হাজীপুরের আবদুর রহিম (৭০) ও খোরশেদ আলম ওরফে রাসেল (২৭)।জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বেগমগঞ্জ ও হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাঁদের থানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হবে।

পেগাসাস নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন, শীর্ষ আদালত বলল গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা জরুরি

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তিন সদস্যের কমিটিতে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের বেছে নেওয়া হয়েছে। তিন সদস্যের কমিটির শীর্ষে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর ভি রবীন্দ্রণ, অন্যান্য সদস্যরা হলেন-অলোক জোশি এবং সন্দীপ ওবেরয়। এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। ৮ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পর, কমিটিকে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট এদিন বলেছে, 'আমরা তথ্যের যুগে বসবাস করি এবং আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র সাংবাদিকদের জন্য নয়, সমস্ত নাগরিকের জন্য।' শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে যখন পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের করা পিটিশনে আদালত মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তবে, যারা সরাসরি ভুক্তভোগী ছিলেন তাঁদের দ্বারা অন্যান্য বিভিন্ন পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''এটা অনস্বীকার্য যে নজরদারির অধীনে এটি মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। এটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত। এই জাতীয় প্রযুক্তি সংবাদপত্রের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মিথ্যা তদন্ত ও সত্য উদঘাটনে কমিটি গঠন করা হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ভারত সরকারের এই প্রেক্ষিতে কোনও স্পষ্ট অবস্থান নেই। ভারতীয়দের নজরদারি করে বিদেশী সংস্থার জড়িত থাকার গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে।''

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১৫টি ঘোড়া উপহার দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী

মনির হোসেন,ঢাকা,২৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে উপহার হিসেবে ১৫টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেক পোস্ট ইমিগ্রেশন ওসি মোহাম্মদ রাজু বলেন, বুধবার সকালে বেনাপোল চেক পোস্টের শূন্যরেখায় ঘোড়াগুলো

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ভারতের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনমিথ সিং সবরওয়াল ঘোড়াগুলো হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণ করেন যশোর সেনানিবাসের কর্নেল মাজহার। এই সময় বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সেলিম রেজা বলেন, ঘোড়াগুলো হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এখন কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি ট্রাকে করে সাভার সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হবে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কাঁপল মৃদু ভূমিকম্পে, তীব্রতা মাত্র ৪.০

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। বুধবার সকাল ৪.৫৬ মিনিট নাগাদ স্বল্প তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৪.৫৬ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ১২.৫৪ অক্ষাংশ এবং ৯৩.৩৬ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৮০ কিলোমিটার গভীরে। এনসিএস জানিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিগলিপুর থেকে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৬১৮ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ভূমিকম্পের তীব্রতা অনেকটাই কম ছিল। তাই ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়ছে পেট্রোল-ডিজেল, পৌঁছল সর্বকালীন উচ্চতায়

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে নিয়মিত নতুন রেকর্ড গড়েই চলেছে পেট্রোল-ডিজেল। বিগত দু'দিন জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও, বুধবার ফের বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। রেহাই মিলছে না উৎসবের মরসুমেও। দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১০৮-টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, কলকাতায় এবার ১০৯-টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোলের দাম। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে মুম্বই ও চেন্নাইতেও। বুধবার দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৭.৯৪ টাকা এবং ডিজেল ৯৬.৬৭ টাকা প্রতি লিটার। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১৩.৮০ টাকা ও ডিজেল ১০৪.৭৫ টাকা। কলকাতাও বেশি দূরে নেই। কলকাতায় বুধবার লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ১০৮.৪৫ টাকায় এবং ডিজেলের বর্ধিত দাম ৯৯.৭৮ টাকা। চেন্নাইয়ে দাম বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ১০৪.৮৩ টাকা ও ডিজেল ১০০.৯২ টাকা।

তামিলনাড়ুতে বাজির দোকানে আগুনে মৃত বেড়ে ৬, জখম অন্তত ১০ জন

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় আতসবাজির দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। বুধবার সকাল পর্যন্ত আগুনে মৃতদের সংখ্যা বেড়ে হল ৬। এছাড়াও অন্ততপক্ষে ১০ জন জখম হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে কাল্লাকুরিচি জেলার শঙ্করাপুরম শহরে অবস্থিত একটি আতসবাজির দোকানে আগুন লাগে। মঙ্গলবার রাতেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। জেলাশাসক পি এন শ্রীধর জানান, কমপক্ষে ১১ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১০ জন জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আতসবাজির ওই দোকান। নিমেষের মধ্যেই পুড়ে চাই হয়ে যায় ওই দোকানের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু। সমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় বুধবার ভোররাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ছিলেন যুব সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস, প্রয়াত বিশিষ্ট গান্ধীবাদী এস এন সুব্বারাও

জয়পুর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী এস এন সুব্বারাও। বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ জয়পুরের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে সুব্বারাওয়ের বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। কিছু দিন আগে জয়পুরের সওয়াই মান সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সুব্বারাওকে। মঙ্গলবার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সুব্বারাওয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনেই হাসপাতালে যান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সুব্বারাওয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন তিনি। অশোক গেহলটের অনুরোধেই চিকিৎসার জন্য রাজস্থানে এসেছিলেন গান্ধীবাদী এস এন সুব্বারাও। রাজস্থানেই থাকতেন তিনি। যুব সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস সুব্বারাও আসলে কর্ণাটকের বাসিন্দা। তিনি চম্বল শান্তি মিশনের প্রতিষ্ঠাতাও। সুব্বারাওয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের পক্ষে, কিন্তু শিল্পবান্ধবও : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের পক্ষে, আবার শিল্পবান্ধবও। জানালেন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বুধবার ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার বিনিয়োগ সম্মেলনে মনসুখ মান্ডব্য বলেছেন, 'আমরা দেখতে চাই শিল্প এগিয়ে যাক এবং টিকে থাকুক। সরবরাহের সময় কখনও ঠকায় না ভারতীয় কোম্পানিগুলি। মান বজায় রাখাই আমাদের চরিত্র।'

বিনিয়োগ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য আরও বলেছেন, 'বর্তমানে জেনেরিক মেডিসিনের বৃহত্তম প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী হল ভারত। বসুধৈব কুটুম্বকমে বিশ্বাসী আমরা।' করোনা-পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন মান্ডব্য বলেছেন, 'যখন করোনার প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তখন ওষুধ (করোনা) ছিল না বিশ্বের কাছে। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই আনিনি, নিজস্ব ওষুধের প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করেছি। ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ সরবরাহ করেছি। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

পাটনা বিস্ফোরণে দোষী ৯ অভিযুক্ত, প্রমাণের অভাবে একজন বেকসুর খালাস

পাটনা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পাটনার গান্ধী ময়দানে ২০১৩ সালের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় মোট ৯ জনকে দোষীসাব্যস্ত করল পাটনার বিশেষ এনআইএ আদালত। প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হয়েছে একজনকে। নরেন্দ্র মোদী তখন ছিলেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী, সেই সময় ''হুঙ্কার'' সমাবেশে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। সেই মামলাতেই বুধবার ৯ জনকে দোষীসাব্যস্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর ''হুঙ্কার'' সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পাটনায় গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সমাবেশ শুরু হওয়ার আগে, পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু ৬ জনের এবং কমপক্ষে ৯০ জন আহত হন। তারপরও সমাবেশে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী, বিস্ফোরণের নিন্দা করে শান্তির কামনা করেছিলেন তিনি। ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর মামলার তদন্তভার হাতে নয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে ১১ জনের নামে চার্জশিট পেশ করে এনআইএ। এই মামলায় অভিযুক্ত ৯ জন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন সন্দেহভাজন ও একজন সিমি-র সদস্য। ২০১৩ সালের সেই মামলায় বুধবার রায় ঘোষণা করল পাটনার বিশেষ এনআইএ আদালত। দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে ৯ জনকে।

১ নভেম্বর থেকে খুলবে দিল্লির প্রতিটি স্কুল, ছট পুজোতেও অনুমতি : সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাজধানী দিল্লিতে সমস্ত স্কুল খুলে দোয়ার অনুমতি দেওয়া হল। তবে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে পাঠানোর জন্য কোনও অভিভাবককে বাধ্য করা যাবে না। এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। বুধবার মনীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন, সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করা যাবে না কোনও অভিভাবককে। পাশাপাশি ক্লাসরুমে সর্বাধিক ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে হাইব্রিড মোডে ক্লাস নেওয়া নিশ্চিত করতে হবে সমস্ত স্কুলগুলিকে।' বুধবার আরও একটি সুখবর দিয়েছেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে ছট পুজোয় অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'বুধবার ডিডিএমএ-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দিল্লিতে ছট পূজার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে খুব কঠোর প্রোটোকলের সঙ্গে ছট পুজো করা যাবে। কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার সঙ্গেই সীমিত সংখ্যক মানুষকে অনুমতি দেওয়া হবে।'

চেক রসায়নবিদ অটো উইচটারলেকে শ্রদ্ধা গুগুল ডুডলে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার চেক রসায়নবিদ অটো উইচটারলেকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাল গুগুল ডুডল। উইচটারলে ১৯১৩ সালের এই দিনে চেক প্রজাতন্ত্রের (তৎকালীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি) প্রোস্টেজভ-এ জন্মগ্রহণ করেন। প্রোস্টেজভের হাই স্কুল (আজকের ওয়াকার গ্রামার স্কুল) শেষ করার পর, তিনি কর্মজীবনের জন্য বিজ্ঞান বেছে নেন। চেক টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বর্তমানে স্বাধীন ইউনিভার্সিটি অফ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড টেকনোলজি, প্রাগ) এর রাসায়নিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনুষদে পড়াশুনা শুরু করেন। মেডিসিনেও আগ্রহী ছিলেন। নিজে চশমা পরতেন, তিনি একটি শিশুর ইরেক্টর সেট একটি সাইকেলের আলোর ব্যাটারি, একটি ফোনোগ্রাফ মোটর এবং ঘরে তৈরি কাচের নল ও ছাঁচ দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রথম নরম কন্টাক্ট লেন্স তৈরি করেছিলেন। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে নরম কন্টাক্ট লেন্স বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পরবর্তীতে তাঁর কর্মজীবনে, ১৯৯৩ সালে তাঁর নামে একটি গ্রহাণুর নামকরণ করা হয়। উপরন্তু, ২০০৬-এ চেক প্রজাতন্ত্রের অস্ট্রাভা (পোরুবা জেলায়) একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় তাঁর নামে।

এইমস-এ চিকিৎসাধীন ধনকর দেখা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে দেখতে বুধবার এইমস-এ গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জগদীপের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন অমিত শাহ। ছুটি কাটাতে কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। সেখান থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে তিনি সোজা দিল্লি চলে যান। তখনও তিনি সুস্থ ছিলেন। তার পর হঠাৎ জ্বর আসায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তাঁর রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। তাঁর রক্তে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয় দিল্লির এইমস-এ। এইমস সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এখন ভালই আছেন।

আরিয়ান মামলা : তদন্তকারী অফিসার ও সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করবেন এনসিবি কর্তা

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : আরিয়ান খান মামলায় তদন্তকারী অফিসার সমীর ওয়াংখেড়েকে ঘিরে নতুন মোড়। বুধবার এনসিবি-র ডেপুটি ডিরেক্টর জ্ঞানেশ্বর সিং-র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল গিয়েছে মুম্বইতে। এদিনই সম্ভবত তারা সমীরের বয়ান রেকর্ড করবে। একইসঙ্গে মাদক মামলার অন্যতম সাক্ষী করণ গোসাভির দেহরক্ষী প্রভাকর সইলের বয়ানও রেকর্ড করা হবে। প্রভাকর বলেছিলেন, গোসাভির সঙ্গে এক ব্যক্তির আলোচনা তিনি গোপনে শুনেছিলেন। গোসাভি নাকি সেই ব্যক্তিকে জানিয়েছিলেন, আরিয়ান খানের মামলায় ১৮ কোটি টাকার ডিল হয়েছে। তার থেকে আট কোটি টাকা পাবেন সমীর। পরে প্রভাকর বলেন, গোসাভির হুকুমে তিনি এক ব্যক্তির থেকে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। একটি ব্যাগে ভরে সেই টাকা পৌঁছে দেন ভাসিতে গোসাভির বাড়িতে। সমীর ইতিমধ্যে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এর আগে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক সমীরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এনসিবি অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে জন্মসূত্রে মুসলমান। কিন্তু জালিয়াতি করে হিন্দু পরিচয় দিয়ে তিনি কাস্ট সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন। তার জোরেই তিনি ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে চাকরি পেয়েছিলেন। ওয়াংখেড়ে অবশ্য দাবি করেন, তিনি হিন্দু। কিন্তু নবাব মালিক টুইটারে ওয়াংখেড়ের ''নিকাহ নামা''-র ছবি পোস্ট করেছেন। অর্থাত তিনি দেখাতে চেয়েছেন, মুসলমান মতেই ওয়াংখেড়ের বিবাহ হয়েছিল। সুতরাং তিনি মুসলমান। এর আগে নবাব মালিক একটি বার্থ সার্টিফিকেট পোস্ট করে দাবি করেন, সেটি সমীর ওয়াংখেড়ের। বার্থ সার্টিফিকেটে শিশুর বাবার নাম হিসাবে লেখা আছে দাউদ কে ওয়াংখেড়ে। নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর ওয়েবসাইটে লেখা আছে, সমীরের বাবার নাম ধ্যানদেব ওয়াংখেড়ে। নবাব মালিক টুইট করে বলেছেন, সমীরের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, ওই তদন্তকারী অফিসার জালিয়াত। ওয়াংখেড়ের স্ত্রী ক্রান্তি রেদকার ওয়াংখেড়ে মন্ত্রীর দাবি খারিজ করে বলেন, আমি ও আমার স্বামী সমীর দুজনেই জন্মসূত্রে হিন্দু। আমরা অন্য কোনও ধর্মই গ্রহণ করিনি কখনও। সব ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধা আছে। সমীরের বাবাও ছিলেন হিন্দু। তিনি আমার মুসলিম শাশুড়ি মাকে বিয়ে করেন। শাশুড়ি মা আর নেই। সমীরের আগের বিয়েটা হয়েছিল বিশেষ বিবাহ আইনে। ২০১৬-য় তাঁদের ডিভোর্স হয়। ২০১৭য় আমাদের বিয়ে হয় হিন্দু বিবাহ আইনে। প্রেস বিবৃতি দিয়ে সমীর ওয়াংখেড়েও বলেন, আমি বহু ধর্মে বিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারের ছেলে। বাবা হিন্দু, মা মুসলিম। টুইটারে আমার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ অবমাননাকর, আমার পারিবারিক গোপনীয়তায় আগ্রাসন। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিকের কুতামূলক প্রচারে ব্যথিত।

''পেগাসাস কাণ্ডে ধরা পড়ে গিয়েছে বিজেপি'', তোপ ডেরেক ও'ব্রায়েনের

গোয়া, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পেগাসাস কাণ্ডে ধরা পড়ে গিয়েছে বিজেপি। বুধবার গোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক বৈঠক থেকে চড়া সুরে বিজেপিকে বিঁধলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।

তিনি বলেন, বর্ষাকালীন অধিবেশনে পেগাসাস কাণ্ডের কথা সংসদে তুলতেই দেয়নি বিজেপি। কিন্তু আজ কী হল! সত্যিটা আজ সবার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্টের কথায় বিজেপি ধরা পড়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, পেগাসাস কাণ্ডে কেন্দ্রের জবাব সন্তোষজনক নয় বলে স্পষ্ট জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে নিরপেক্ষ কমিটি দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। ৮ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, এদিন শুনানিতে কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। বিজেপি গোয়ার সংস্কৃতির অবমাননা করেছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। বলেন, দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে। এটা গোয়ার সংস্কৃতি নয়। ওদিকে বিজেপি নিজের ব্যবহারে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়, বরং গর্বিত! পাশাপাশি, যতীশ নায়েক তোপ দাগেন, 'বিজেপি অসহিষ্ণু ব্যবহার করছে। সরকারের কোনও কিছুর কোনও হিসেব নেই। সেকারণেই বিজেপি নিযুক্ত রাজ্যপাল সত্য পাল মালিকও বলেছেন যে, সবেতেই বিজেপি সরকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে।'এদিন সাংবাদিক বৈঠকে গোয়ায় তৃণমূলের পোস্টার, হোর্ডিং ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় বিজেপিকে কাঠগড়ায় তোলেন ডেরেক। উত্তরবঙ্গ সফর সেরেই গোয়ায় যাওয়ার কথা তৃণমূল নেত্রী। তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার হোর্ডিং-পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

কড়া ভাষায় যার সমালোচনা করে ডেরেক বলেন, স্থানীয় ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বিজেপি। কারণ নষ্ট হয়ে যাওয়া ওই হোর্ডিংগুলোর জন্য নিজেদের পকেট থেকে গচ্ছা দিতে হবে ভেন্ডরদের। বিজেপির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ডেরেক আরও বলেন, লড়াই করতে হলে, রাজনৈতিকভাবে লড়াই হোক। কেন পিপলসচার্জশিটের জবাব দিচ্ছে না বিজেপি? উল্লেখ্য, ২০২২-এর বিধানসভা নির্বাচনে আগে গোয়ায় পায়ের তলায় মাটি শক্ত করার দিকে মন দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গোয়া সরকারের বিরুদ্ধে আজাদ ময়দানে পিপলস চার্জশিট প্রকাশ করেছেন লুইজিনহো ফালেইরো, সৌগত রায়, বাবুল সুপ্রিয়রা। পাশাপাশি, রাজ্যপালের কাছে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বুধবার ঔষধ সংক্রান্ত বিষয়ে এক সেমিনার আগরতলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোভিড টিকার জন্য নোবেল হয়ত শুধু সময়ের অপেক্ষা

আবার এসেছে অক্টোবর, নোবেল মৌসুম শুরু হতে কয়েক দিন মাত্র বাকি। চিকিৎসার নোবেল এবার কার ভাগ্যে যাচ্ছে, সেই আলোচনায় করোনাভাইরাসের টিকা তৈরির গবেষণায় থাকা বিজ্ঞানীদের নামও আসছে, যদিও মহামারীর অবসান এখনও বহু দূর।

বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করছেন, কোভিড টিকার জন্য নোবেল জয় এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। আগামী সোমবার চিকিৎসা শাস্ত্রে এবারের নোবেল পুরস্কারের ঘোষণায় যদি কোভিড টিকার উন্নয়নে গবেষকদের কাজের স্বীকৃতি নাও আসে, আগামীতে তা ঠিকই মিলবে।

২০১৯ সালের শেষ দিকে নতুন করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৪৭ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর বিস্তার ঠেকাতে এখনও কঠোর বিধি-নিষেধ মেনে চলছে অনেক দেশ।

তবে কোভিড-১৯ টিকার কারণে প্রায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে অনেক ধনী দেশ। আবার অনেক দেশ এখনও পর্যাপ্ত টিকার ব্যবস্থাই করতে পারেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা নতুন করোনাভাইরাস যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা নতুন করোনাভাইরাস চিকিৎসায় এবারের নোবেল পুরস্কারের জন্য যাদের নাম আলোচনায় আসছে, তাদের মধ্যে আছেন হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত কাতালিনা কারিকো এবং আমেরিকান ড্রিউ ওয়েইসম্যান। তাদের গবেষণার কল্যাণেই 'মেসেঞ্জার রাইবোনিউক্লিক এসিড' (এমআরএনএ) টিকা তৈরির পথ খুলে গেছে। মডার্না এবং ফাইজার-বায়োএনটেকের তৈরি এমআরএনএ টিকা করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৈপ্লবিক গতি এনে দিয়েছে। এ টিকা দ্রুত তৈরি করা যায় এবং অত্যন্ত কার্যকর।

সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি মেডিসিনের অধ্যাপক আলী মিরাজামি বলেন, ''আমি নিশ্চিত, আজ হোক কিংবা পরে, এই উদ্ভাবন পুরস্কার পাবেই। প্রশ্নটা হচ্ছে- সেটা কবে?''

গতানুগতিক কৌশলে তৈরি টিকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাইরাসের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে দুর্বল অথবা মৃত ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। এমন টিকার উন্নয়নে এক দশক কিংবা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। অথচ মডার্নার এমআরএনএ টিকা জিন সিকোয়েন্সিংয়ের পর মানবদেহে প্রয়োগ করার অবস্থায় নিতে সময় লেগেছে মাত্র ৬৩ দিন।

এমআরএনএ শরীরের ডিএনএ থেকে কোষে বার্তা পৌঁছে দেয়। তাদের বলে দেয়, এখন নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য বিশেষ ধরনের প্রোটিন তৈরি করা দরকার। সেটা হতে পারে হজমে সহায়তা করা কিংবা কোনো রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। ওই দুই নতুন টিকার ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে তৈরি এমআরএনএ ব্যবহার করা হয়েছে, যা করোনাভাইরাসের মত 'স্পাইক' প্রোটিন তৈরির জন্য কোষগুলোকে নির্দেশনা দেয়। এর এর মধ্য দিয়ে আসল ভাইরাসের মত 'প্রতিরূপ' তৈরি না করেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ওই স্পাইক প্রোটিনের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা হয়। বহু বছরের কাজ এমআরএনএ ১৯৬১ সালে আবিষ্কার হলেও এই কৌশল ব্যবহারের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অস্থিতিশীলতা এবং প্রদাহের মত সমস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞানীদের কয়েক দশক কাজ করতে হয়েছে।

এই কৌশল ভবিষ্যতে ক্যান্সার এবং এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে বলে এখন আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

'ইউনিভার্সিটি অব কোপেনহেগেন' এর সহযোগী অধ্যাপক এবং টিকা তৈরির কোম্পানি 'অ্যাডাপ্টভ্যাক' এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অ্যাডাম ফ্রেডেরিক স্যান্ডার বার্টেলসেন বলেন, "এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ পদ্ধতিতে তৈরি টিকা প্রয়োগে রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং অত্যন্ত কার্যকর সাড়া মিলছে। তাছাড়া প্রতিবার নতুন টিকা তৈরির জন্য আপনাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া বদলাতে হবে না।" "এই টিকার কাজ করার গতি এবং কার্যকারিতার ফলে অগণিত মানুষ রক্ষা পেয়েছে, তাই এ গবেষণায় পুরস্কারের জন্য আমার সমর্থন থাকবে।" এমআরএনএ টিকা তৈরির জন্য মূল ভিত্তি রচনা করেছেন ৬৬ বছর বয়সী কারিকো এবং তার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী ৬২ বছর বয়সী ওয়েইসম্যান মিরাজামি বলেন, "এমআরএনএ টিকার উদ্ভাবন তাদের মাথা থেকেই এসেছে। অবশ্য তাদের বয়স সে তুলনায় কম, কারণ নোবেল কমিটি তো ৮০ বছর না হলে কাউকে নোবেল দিতে চায় না।"

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয় মাত্রায় উত্তেজিত না করে কীভাবে এমআরএনএ ব্যাবহার করা যায় 'ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার' সহকর্মীদের সঙ্গে সেটাই বের করেছেন কারিকো।

নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন ডিনামাইটের উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেল। প্রতি বছর চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থ, সাহিত্য এবং শান্তিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পরে অর্থনীতিতেও এ পুরস্কার যুক্ত হয়েছে। অনেক রোগের টিকা সুরক্ষা দেয় জীবনভর, কোভিডে কেন তা হচ্ছে না টিকা নেওয়া কোভিড রোগীদের জটিলতা ও মৃত্যু ঝুঁকিকম: আইইডিসিআরের গবেষণা টিকা দেওয়া কোভিড রোগীদের উপসর্গ হতে পারে 'অন্যরকম' টিকার বুস্টার ডোজ, না কি কোভিড আক্রান্ত হওয়া- কোনটি ভালো?

ভ্রমণে গিয়ে খরচ বাঁচানোর পন্থা

উপায় জানা থাকলে এক ভ্রমণের খরচ কমিয়ে আরেক জায়গায় বেড়িয়ে আসা যায়। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে যদি পয়সা না লাগতো তবে কেউই হয়ত ঘরে বসে ছুটি পার করতো না। অথচ বেড়াতে যেতে খরচ হয় ভালোই। আর বুদ্ধি করে না চললে একবার বেড়ানোর খরচ সামলাতে গিয়ে একাধিকবার বেড়ানো পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে।

অর্থাৎ বেশি বেশি বেড়াতে হলে উপায় হল খরচ কমানো। আর খরচ কমানো জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, খরচের বাজেট।

'রিয়েলসিম্পল' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল কম খরচে ভ্রমণের উপায়।

পর্যটকের ভীড় কম এমন সময় বেছে নেওয়া ইংরেজি নববর্ষের আগের সময়ে দেশে বিদেশের প্রায় সকল পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটকের উপচে পড়া ভীড় থাকে। দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ঈদ, শীতকাল, লম্বা ছুটির সময়গুলোতে থাকে লোকে লোকারন্য অবস্থায়। আর এই সময়টায় মানুষ যেমন বেড়াতে যাওয়া পরিকল্পনা সাজায় তেমনি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও রমরমা ব্যবসা করে। তাই সবকিছুরই খরচ এসময় বেশি। কম খরচে বেড়াতে যেতে হলে যেখানে বেড়াতে যাচ্ছেন সেখানে কোন সময় পর্যটকের ভীড় সবচাইতে কম থাকে সেটা জানতে হবে। এসময় যাতায়াত ব্যবস্থা, আবাসন, দর্শনীয় স্থান দর্শন সবকিছুতেই ছাড় পাবেন। এই সময়টাকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারলেই আপনি হবেন বুদ্ধিমান ভ্রমণকারী। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে, যেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন সেই স্থান 'অফ-সিজন'য়ে নিরাপদ কি-না। বিশেষ করে যারা পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাবেন, তাদের এই বিষয়টা ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। খরচ বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

ট্রাভেল ওয়েবসাইট ঘেটে কম খরচে হোটেল নেওয়া সরাসরি হোটেল কিংবা রিসোর্টের নম্বরে ফোন করলে আবাসন খবরটা বেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বরাবরই বেশি। এর বদলে 'ট্রাভেল গাইড ওয়েবসাইট'গুলো ঘেটে হোটেল বুকিং দিতে হবে। 'বুকিং ডটকম', 'মেকমাইট্রিপ ডটকম', 'প্রাইসলাইন ডটকম' ইত্যাদি এমন কিছু সুপরিচিত ওয়েবসাইট। হোটেল বুকিং দেওয়ার এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য হলে আরও অনেক সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। বিশেষত, দেশের বাইরে বেড়াতে গেলে এই ওয়েবসাইটগুলো খরচের চাপ অনেকটা কমাবে।

সুযোগ থাকলে পরিচিত কারও বাড়িতে থাকা যেখানে বেড়াতে যাচ্ছেন সেখানে যদি পরিচিত কেউ থাকে এবং তার বাড়িতে থাকার যদি সম্ভব হয় তবে এর চাইতে কম খরচে আবাসনের ব্যবস্থা কেউই দিতে পারবে না। আর পরিবার কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সময়টাও ভালো কাটবে, বেড়ানোর দল ভারী হবে।

তবে মনে রাখতে হবে, হুট করে কারও বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়াটা অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। তাই আগেই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। যানবাহনের টিকিট কাটার সঠিক সময় ভ্রমণবিষয়ক ওয়েবসাইটগুলো বিমানের টিকিট কাটার ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা দেয়। তবে বিমানের টিকিট কেনার সঠিক সময়টা জানা থাকলে এর চাইতেও অনেক বেশি খরচ কমানো সম্ভব। 'চিপএয়ার ডটকম'য়ের করা ২০১৯ সালের এক জরীপে দেখা যায়, ভ্রমণের দিনের চার মাস থেকে তিন সপ্তাহ আগে টিকিট কেনা হলে খরচ সবচাইতে কম হয়। আরও জানা যায়, মঙ্গলবার বিমানের টিকিটের দাম গড় হিসেবে সবচাইতে কম থাকে। এরপর আসে রবিবার ও বুধবার। আর কবে টিকিট বুকিং দেওয়া হচ্ছে তা খরচের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না, কোন দিনে ভ্রমণ করছেন সেটাই মুখ্য।

রান্নাঘর আছে এমন ঘরে থাকা সুযোগ যদি থাকে তবে খরচ একটু বেশি হলেও রান্নার ব্যবস্থা আছে এমন হোটেল ভাড়া নিতে পারেন। এতে বাইরে খাওয়ার খরচ কমিয়ে আনতে পারবেন অনেকটা। আর তা দিয়ে হোটেলের বাড়তি খরচটাও পুষিয়ে নিতে পারবেন।

বিনা পয়সায় বেড়ানো যায় এমন দর্শনীয় স্থানে যাওয়া কিছু স্থানে যেতে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়, আবার কিছু জায়গায় প্রবেশ মূল্য দিতে হয় না। কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিনা পয়সায় নেওয়া যায়, আবার কিছুর জন্য পয়সা গুনতে হবে। বেড়াতে গিয়ে বিনা পয়সার রোমাঞ্চের দিকে জোর বেশি দিন, খরচ কমবে।

প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করতে হয় এমন কোনো স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান থাকার সুবাদে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা থাকতে পারে। সেই বিষয়গুলোও ঘেটে দেখা উচিত। মূল্য ছাড়ের সন্ধান পর্যটন কেন্দ্রগুলো অনেকসময় পর্যটকদের আকর্ষণ করতে মূল্যছাড় দেয়। আপনি যে স্থানটিতে অনেকদিন ধরে বেড়াতে যেতে চাচ্ছেন সেখানে এমন কোনো মূল্যছাড় আছে কি-না সেদিকে নজর রাখুন।

'সিটিপাস', 'ডেস্টিনেইশনকুপন' ইত্যাদি ওয়েবসাইটগুলোতে এমন সুযোগের খবরগুলো পাওয়া যায়। এভাবেও খরচ কিছুটা কমানো যেতে পারে।

প্রধান দর্শনীয় স্থান থেকে দূরে কোথাও থাকলে খরচ কমে। আবার যে স্থানগুলো সুন্দর কিন্তু অনেকেই তা সম্পর্কে জানেন না এমন স্থান খুঁজে বের করে অবিশ্বাস্য কম খরচে বেড়িয়ে এসে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। হয়ত আপনার হাত ধরেও নতুন কোনো পর্যটন কেন্দ্র আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

মাস্ক পরলে চশমা ঝাপসা ! উপায় কী ?

মাস্ক পরলে চশমার কাচ ঝাপসা হওয়া রোধ করার আছে উপায়।

মাস্ক পরলে যদি চশমার কাচ নিঃশ্বাসের কারণে ঝাপসা হয় তবে বুঝতে হবে ঠিক মতো পরা হয়নি মাস্ক।

তাই মাস্ক ঠিকমতো পরার পাশাপাশি চশমার কাচ ঝাপসা হওয়া রোধ করার কয়েকটি পন্থা জানানো হল 'টিপ্স অ্যান্ড ট্রিক্স ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

ডিশ সোপ

কেবল থালা বাসন পরিষ্কার করতেই নয় বরং চশমা পরিষ্কার করতেও এটা ব্যবহার করা যায়। এক ফোঁটা ডিশ ওয়াশ নিয়ে পাতলা কাপড়ের সাহায্যে চশমার গ্লাস পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।

এতে চশমার কাচ ঝাপসা হওয়ার পরিমাণ কমবে।

শেইভিং ক্রিম

চশমার কাচ পরিষ্কার করতে শেইভিং ক্রিমও ব্যবহার করা যায়। কাচের দুপাশেই শেইভিং ক্রিম নিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিন। এরপর কিছু রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, ঝাপসা হওয়ার সমস্যা কমবে।

উপরের পন্থগুলো ঠিক মতো কাজ না করলে বুঝতে হবে গণ্ডগোল অন্যখানে।

ভিন্ন মাস্ক ব্যবহার

মাস্ক যদি মুখ ও নাকের সঙ্গে মানানসই না হয় তাহলে চশমা ঝাপসা হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই মুখের আকার ও মাপ অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সঠিকভাবে মাস্ক পরা অনেকেই সঠিকভাবে মাস্ক পরেন না। ফলে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। মাস্ক যতটা সম্ভব চোখের কাছাকাছি অংশ বরাবর রাখুন।

চশমা পরা অবস্থায় নাকের কাছাকাছি অংশে মাস্ক থাকলে দ্রুতই চশমা ঘেমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়।

বার বার চশমায় হাত না দেওয়া

চশমা পরা অবস্থায় বার বার চশমায় হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে চোখ ও চশমার কাছাকাছি অংশ উষ্ণ হয় এবং ফলে চশমা ঘেমে ওঠে।

বয়সের ছাপ কমানোর পাঁচ উপায়

ত্বকে বয়সের ছাপ বন্ধ করা না গেলেও সঠিক যত্ন নিলে তা ধীর করা সম্ভব।

তারুণ্যময় ত্বকের জন্য দরকার সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম, শরীরচর্চা ও ত্বক পরিচর্যা।

ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

সানস্ক্রিন: বয়সের ছাপ কমাতে নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার সবচেয়ে ভালো উপায়। সূর্যালোক ত্বকের বয়সের ছাপ বাড়ায়, বলিরেখা ও অন্যান্য দাগকে স্পষ্ট করে তোলে। সূর্যের ক্ষয় থেকে বাঁচতে, বয়সের ছাপ ধীর করতে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে নিয়মিত এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ঘুম: শরীর পুনর্গঠনের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম আবশ্যক। ঘুম বয়সের ছাপ, দাগছোপ ও ত্বকের ভাঁজ কমায়। দৈনিক সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুম প্রয়োজন। ঘুমের স্বল্পতা ও মানসিক চাপ বয়সের ছাপ কমাতে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং অকালে বয়সের ছাপ পড়া রোধ করে। প্রচুর শাক সবজি ও ফল যেমন- মরিচ, ব্রকলি, গাজর, ডালিম, বেরি, ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। এছাড়াও গ্রিন টি এবং জলপাইয়ের তেল খাওয়া এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

ময়েশ্চারাইজার: ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। এটা ত্বকের আর্দতা ধরে রাখে ফলে বয়সের ছাপ বা বলিরেখা দৃশ্যমান হয় না।

ভিটামিন সি এবং এ সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার এক্ষেত্রে উপকারী। এগুলো গভীর থেকেই বয়সের ছাপ কমাতে ও বলিরেখা ধীর পড়তে সহায়তা করে।

রূপচর্চার প্রসাধনী: বয়সের ছাপ কমাতে কী ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করা হচ্ছে সে দিকে বিশেষ মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত যা ত্বককে পরিষ্কার করে, মসৃণ রাখে এবং ত্বকের সমস্যা দূর করে।

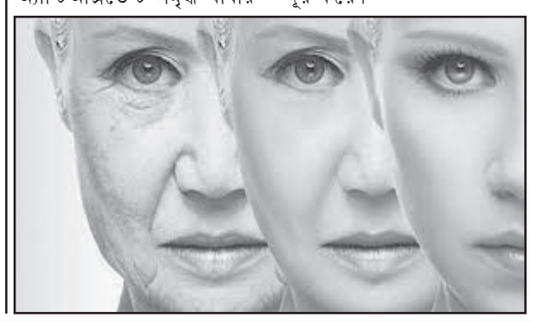

দাগহীন ত্বকের জন্য অ্যালো ভেরা

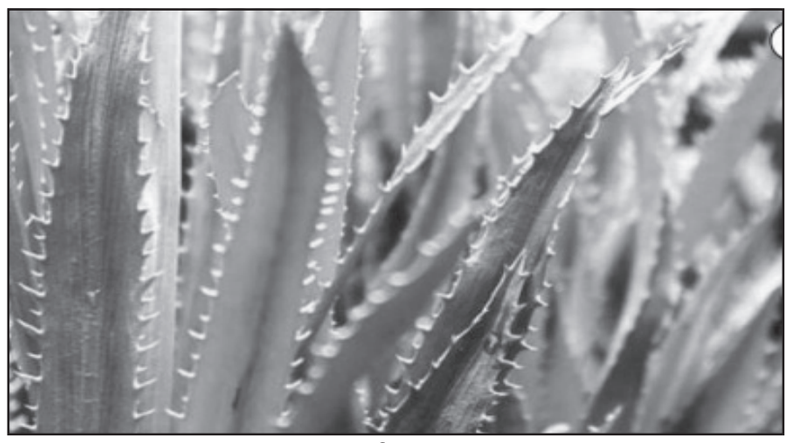

ত্বকের যত্নে অ্যালো ভেরার জেল বেশ কার্যকর। প্রাচীনকাল থেকেই অ্যালো ভেরা তার ঔষুধি গুণাগুণের জন্য পরিচিত। এর ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো নানা উপকারী যৌগ ত্বক ও চুলের সমস্যা কমাতে সহায়তা করে। 'ফেমিনা ডটইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'দ্য হেল রেঞ্জার' হিসেবে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের মাইক অ্যাডামসের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, বহু ভেষজ উপাদানের মধ্যে অ্যালো ভেরার পুষ্টি গুণ ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা সবচেয়ে চমকপ্রদ।

উপকারিতা গ্রীষ্মে অ্যালো ভেরা ত্বকে খুব ভালো কাজ করে কারণ এর ৯৮ শতাংশই পানি। অ্যালো ভেরা 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল', 'অ্যান্টিসেপ্টিক', 'অ্যান্টি ইনফ্লামাটরি', 'অ্যান্টি অক্সিডাইজিং', 'অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল' ও 'অ্যান্টিট্রিজেন্ট' সমৃদ্ধ অ্যালো ভেরা ব্যবহারে চোখের চারপাশের কালো দাগ, ব্রণের দাগ, বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দূর হয় এবং লোমকূপও সংকুচিত হয়। অ্যালো ভেরা ত্বকের পাশাপাশি চুলের যত্নেও খুব ভালো কাজ করে। সতর্কতা ক্ষত বা আক্রান্ত স্থাণে অ্যালো ভেরার জেল ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে সংক্রমণ ও এমনকি প্রদাহ বাড়তে পারে। অ্যালো ভেরা ব্যবহারের সবচেয়ে ভালো উপায় হল পাতার তাজা জেল ব্যবহার করা।

মধু ও অ্যালো ভেরার জেল

তৈলাক্ত ত্বকের ব্রণ ও তেলতেলেভাব কমাতে অ্যালো ভেরা জেল উপকারী। অ্যালো ভেরা, ভিটামিন ই এবং মধু ভালো মতো মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ত্বকে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

রোদে পোড়াভাব কমানোর জেল

অ্যালো ভেরার অ্যান্টি অক্সিডাইজিং ক্ষমতা রোদে পোড়াভাব কমাতে সহায়তা করে। গোলাপ ও অ্যালোভেরার টোনার ঘরে তৈরি অ্যালো ভেরা ও গোলাপের টোনার ত্বকের শুষ্কতা কমাতে সহায়তা করে।

গোলাপ জলের সঙ্গে অ্যালো ভেরার জেল মিশিয়ে প্রতিদিন গোসলের পরে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

প্রদাহনাশক ফেইস প্যাক

ত্বকে প্রদাহের সমস্যা যেমন একজিমা বা র‍্যাশের প্রবণতা থাকলে অ্যালো ভেরা সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার করা উপকারী। অ্যালো ভেরার ফেইস ওয়াশ ত্বককে শীতল রাখতে ও লালচেভাব কমাতে সহায়তা করে।

লেবু ও অ্যালো ভেরা

লেবু ও অ্যালো ভেরা দুটোই শক্তিশালী 'অ্যান্টি এইজিইং' উপাদান সমৃদ্ধ। এগুলো ত্বককে আর্দ রাখতে ও দাগ ছোপ কমাতে সহায়তা করে।

এক টেবিল-চামচ অ্যালো ভেরা, একটা ডিমের সাদা অংশ এবং আধা টেবিল-চামচ তাজা লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

নাগেরজলা মোটরস্ট্যান্ডে ই শ্রম কার্ড প্রদানে প্রক্রিয়া শুরু হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

২০১৪-র আগে সমস্ত মন্ত্রীরাই নিজেদের প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পূর্বতন কংগ্রেস সরকারকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, ২০১৪ সালের আগে সমস্ত মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে নন, নিজেদেরই প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন। বুধবার দিল্লিতে আয়োজিত 'ডেলিভারিং ডেমোক্রেসি'-র জাতীয় সম্মেলন : সরকারের প্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দুই দশক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে অমিত শাহ বলেছেন, '২০১৪ সালে ভোটের সময় আমাদের দেশে কেমন সরকার ছিল? এমন একটি সরকার ছিল যেখানে মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন না; সবাই নিজেকেই প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন। প্যারালাইসিস নীতি ছিল। সম্ভবত ভারতের প্রতি সম্মান সর্বনিম্ন ছিল, ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি! অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। সেই সময়ে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছিল বিজেপি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমি ট্রোলড হয়েছিলাম, কিন্তু আমি আবারও বলতে চাই "নিরক্ষরদের দিয়ে কোনও দেশের বিকাশ হতে পারে না", তাদের শিক্ষিত করা সরকারের দায়িত্ব। যে তাঁর সাংবিধানিক অধিকারই জানে না, সে দেশের জন্য অবদান রাখতেও পারে না, যতটা করা যায়...।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, '১৯৬০ সালের পরে এবং ২০১৪ সালের মধ্যে মানুষের সন্দেহ ছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে পারবে কি-না...অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দেশবাসী একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন।'

মুম্বইয়ে ডাম্পার ট্রাকে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন বাসের, গুরুতর আহত ৮ জন

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): মুম্বইয়ের ব্যস্ততম রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পার ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারল একটি বেসরকারি বাস। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাসের চালক, কন্ডাক্টর-সহ মোট ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। বুধবার সকালে দুর্ঘটানটি ঘটেছে মুম্বইয়ের দাদর এলাকায়। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অত্যন্ত ধীর গতিতেই যাচ্ছিল ডাম্পার ট্রাকটি। আচমকাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, দ্রুত গতিতে এসে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। সংর্ঘের জেরে বাসের সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। গ্রেটার মুম্বই পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। গুরুতর আহত ৫ জনের মধ্যে বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও আছেন।

টিকাকরণে জোর, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক মনসুখের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): করোনা-টিকার দ্বিতীয় ডোজ প্রদানে গতি আনতে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বুধবার বিকেলে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রাবীন পওয়ার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ প্রমুখ।

দিল্লি থেকে মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয় থেকে মণিপুর, গুজরাট থেকে কর্ণাটক দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, দেশে ইতিমধ্যেই ১০৩ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে করোনার টিকাকরণ, এখন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ হল দ্বিতীয় ডোজ প্রদানে গতি বাড়ানো। সেই লক্ষ্যেই এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

আপাতত শেখ সুফিয়ানকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানকে আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না। বুধবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শেখ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে উঠেছে অভিযোগ। সিবিআই যাতে তাঁকে গ্রেফতার না করে, সে জন্যই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুফিয়ান। গ্রেফতারি এড়াতেই তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেন। হাই কোর্টে সেই মামলারই শুনানি ছিল বুধবার। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছে এই শুনানি।

শুনানির সময় কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর আদালতে জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা সকলেই নন্দীগ্রামে আছেন। তাঁরা ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত করছেন। এই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানকে গ্রেফতার করা হবে না বলে বিচারপতিকে জানান দস্তুর। তাতে সম্মতি জানান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ৯ নভেম্বর রয়েছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তত দিন সিবিআই গ্রেফতার করতে পারবে না সুফিয়ানকে।

শীঘ্রই শুভারম্ভ "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা", অযোধ্যাও এবার অন্তর্ভুক্ত : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): কোভিড-মহামারীর জন্য দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ ছিল দিল্লি সরকারের "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা"। করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় ফের শুভারম্ভ হতে চলেছে "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা", বুধবার জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা"-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অযোধ্যাকেও। বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'কোভিডের জন্য বন্ধ থাকা "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা" ফের শুরু হতে চলেছে। "তীর্থযাত্রা"-র জন্য ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আগামী এক মাসের মধ্যেই। আপনারা ফের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'এবার অযোধ্যাকেও দিল্লি সরকারের তীর্থযাত্রা যোজনাযর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বয়স্কদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তাঁরা একজন সদস্য অথবা স্বজনকেও সঙ্গে আনতে পারেন।'

৮ নভেম্বর পঞ্জাবে বিশেষ অধিবেশন, কেন্দ্রকে দু"দফা হুঁশিয়ারি চান্নির

লুধিয়ানা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ৮ নভেম্বর বসছে পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চান্নি জানিয়েছেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে ৮ নভেম্বরের মধ্যে কৃষি আইন বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি, অন্যথায় ৮ নভেম্বর বিশেষ অধিবেশনে আমরা সেগুলি বাতিল করব।' চান্নি জানিয়েছেন, তিনটি কৃষি আইন-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য ৮ নভেম্বর পঞ্জাব বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। চান্নি এদিন আরও জানিয়েছেন, কেন্দ্রের "নাক গলানো" সহ্য করবে না পঞ্জাব। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর সীমানা বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চান্নি। পঞ্জাব-সহ তিন রাজ্যে বিএসএফ-এর হাতে গ্রেফতারি, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তের বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের ৫০ কিলোমিটার (১৫ কিলোমিটার এক্তিয়ারকে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে) পর্যন্ত এলাকায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। এই নিন্দা করে চান্নি বলেছেন, 'আমরা বিএসএফ-এর এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করার বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অন্যথায় ৮ নভেম্বরের মধ্যে এটি বাতিল করতে আমরা বাধ্য হব। এর ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে প্রভাব পড়বে।'

'আমিই তো ওকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলাম', ৬ বছর পর জেল থেকে বেরিয়েই নীতিশকে আক্রমণ লালুর

পটনা, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : জেল থেকে বেরিয়ে সোজা নির্বাচনী প্রচারে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। বুধবার দিল্লির জেল থেকে সোজা বিহারের তারাপুরে আসেন লালুপ্রসাদ। তারপরই দুই বিধানসভার উপ নির্বাচনে নীতিশ কুমার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, নীতিশ কুমারকে আমিই মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলাম। বিহারের উন্নয়ন থমকে গেছে। বিজেপি সরকার তা উন্নয়ন করতে দিচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন লালু। লালু প্রসাদ যাদব প্রায়ই তাঁর ভাষণে বিজেপিকে নিশানা করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'বিহারের উন্নয়নে বিজেপি কোনও পরিকল্পনা কখনই সফল হতে দেয় না। এর আগে আডবাণীজিকে গ্রেফতার করে আমরা তার প্রমাণ দিয়েছি।

পেগাসাস তদন্তে 'সুপ্রিম রায়'কে স্বাগত সৌগত রায়ের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পেগাসাস মামলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাল তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় জানান, নিরপেক্ষ কমিটি হলে সত্যিটা বের হয়ে আসবে। পেগাসাস-কান্ডে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দেশের সর্বোচ্চ আদালত। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট তিন সদস্যের উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে। পেগাসাস-কাণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রবীণ সাংবাদিক এন রাম, শশী কুমার-সহ সমাজের বিশিষ্টজন। গত ২৭ জুলাই সর্বোচ্চ আদালতে মামলা রুজু হয়। বুধবার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে শুনানি হয়। ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করার কথা জানায় সুপ্রিম কোর্ট। কমিটিতে ১ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও ২ সাইবার বিশেষজ্ঞ থাকছেন। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাই। মানুষের রাইট টু প্রাইভেসিকে তুলে ধরেছে। আমরা তো এই দাবিতেই বর্ষাকালীন অধিবেশনে সরব হয়েছিলাম। নিরপেক্ষ কমিটি হলে সত্যিটা অবশ্যই বের হয়ে আসবে, আমি এই রায়ে অত্যন্ত আনন্দিত।'পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের মুখে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল পেগাসাস ইস্যু। সে সময় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রশ্ন বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলেছিল। সংসদে বর্ষাকালীন অধিবেশনেও তৃণমূল সাংসদরা এ নিয়েই সরব হয়েছিলেন।

ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক:আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য দুই দেশই ভূমিকা রাখবে

মনির হোসেন,ঢাকা,২৭ অক্টোবর।। বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) আব্দুস সবুর মন্ডল বলেছেন, ভারতের সীমান্তে থাকা ফেনসিডিল কারখানার তালিকা দিয়েছিল বাংলাদেশ। সে অনুযায়ী যেসব কারখানা পাওয়া গেছে, ভারত সরকার সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে বলে বাংলাদেশকে জানানো হয়েছে।

বুধবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ভারতের নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর (এনসিবি) মহাপরিচালক পর্যায়ে ৭ম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে এবারের সভা হয় অনলাইন প্লাটফর্মে।

সভা শেষে সেগুনবাগিচা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) আব্দুস সবুর মন্ডল। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে মাদক পাচারের নতুন নতুন রুট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা তাদের কিছু তথ্য দিয়েছি। তারাও আমাদের কিছু তথ্য দিয়েছে। দুই দেশের সীমান্ত থাকায় উভয় দেশের আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ববহন করে। আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য দুই দেশই ভূমিকা রাখবে। ইয়াবা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ভারতের কিছু অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার হয়। সেটিও ভারতকে অবহিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সম্প্রতি মাদকপাচারে সমুদ্রপথ ব্যবহার করা হচ্ছে এটি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমুদ্রপথে ইয়াবা পাচার বেড়েছে। কারণ স্থলপথগুলোতে কড়াকড়িতে হয়তো সমুদ্রপথে আসছে।ইয়াবার তুলনায় আইস আরও বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে উভয় দেশ তৎপর বলেও জানান ডিজি।

গত কয়েকটি সম্মেলনে ভারতে তাদের সীমান্তে থাকা ফেনসিডিল কারখানার তালিকা দিয়েছিল বাংলাদেশ। তালিকা অনুযায়ী যেসব কারখানা পাওয়া গেছে, ভারত সরকার সেগুলো বন্ধ করেছে বলে বাংলাদেশকে জানানো হয়। মহাপরিচালক বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে মাদক সমস্যা সমাধানে চেষ্টা চলছে। ভারত, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ মিলে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। ভারতও এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

মিয়ানমার সরকার মাদক বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না। নিলে এই হারে মাদক আসতো না বলে মন্তব্য করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুস সবুর মন্ডল। তবে মাদক চোরাচালান বন্ধে ভারতের উদ্যোগে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংস্থার (বিমসটেক, সার্ক, কমনওয়েলথ ইত্যাদি) সদস্য। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এবং ভারত মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং মাদক সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করছে, যার অংশ হিসেবে ইতোপূর্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ও নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো।

আজকের সভায় উভয় পক্ষই সমুদ্র পথকে ব্যবহার করে মাদক চোরাচালান এবং সন্ত্রাসীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন রুট সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও বিধি-বিধান নিয়ে তথ্য বিনিময়, ফলপ্রসূ অপারেশনের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাদক বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অপরাপর সম্যক তথ্য বিনিময়ের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। উভয় দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেই বিষয়ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে মাদক নিয়ন্ত্রণে দুই দেশ কীভাবে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, ফলে আন্ত:রাষ্ট্রীয় মাদকের চোরাচালান, পাচার ও অপরাধ দমনে উভয় দেশের কার্যকর পদক্ষেপ কেবল দুটি দেশের জন্যই নয় বরং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উভয় দেশের সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

ভারতে ইলিশ রপ্তানির সময় বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,২৭ অক্টোবর।। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ইলিশ রপ্তানির সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার রাতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব তানিয়া ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে ইলিশ রপ্তানির সময় বাড়িয়ে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এর আগে গত ০৪ থেকে ২৬ অক্টোবর দেশে ইলিশের প্রজনন রক্ষায় ২২ দিনের জন্য ইলিশ শিকার, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ সময় বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ ছিল।

নির্দেশনায় বলা হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ৪০ মেট্রিক টন করে সর্বমোট ১১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গত ২৬ সেপ্টেম্বরের প্রজ্ঞাপনমূলে এ বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ৪ হতে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদনকৃত ইলিশ রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেনি। এ বিবেচনায় অনুমোদনকৃত অবশিষ্ট পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি আগামী ০৫ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত নির্দেশক্রমে বাড়ানো হলো। উল্লেখ্য, অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মিথ্যাচার নয়, প্রকৃত টিকাকরণে বাঁচবে জীবন ফের মোদী সরকারকে আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : মিথ্যাচার নয়, প্রকৃত টিকাকরণে বাঁচবে জীবন। বুধবার ফের মোদী সরকারকে এভাবেই আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী। চিকিতসক এবং বিজ্ঞানীদের এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য কুর্নিশ জানানোর পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেওয়া দেশের একটা অংশের মানুষ এবং শিশু-কিশোরদের এখনও টিকাকরণ হয়নি।

এদিন ট্যুইটে রাহুল লেখেন, ''টিকা প্রদান কর্তব্য। টিকাদানের জুমলায় জীবন বাঁচবে না। সত্যি টিকাকরণে জীবন বাঁচবে।'' এদিকে, ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নেওয়ার পরেও কোভিড সংক্রমণ হচ্ছে। তাতে চিন্তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তা হলে কি ভ্যাকসিন কোভিড আটকাতে পারছে না, সেই গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। তবে, স্বস্তির কথাটা হল, টিকা নেওয়া-দের করোনায় মৃত্যুর হার অনেক কম। অনেকের উপসর্গই দেখা যাচ্ছে না কোনও। মানে, গাল-ভরা সেই কথাটা- অ্যাসিমটোম্যাটিক বা উপসর্গহীন তাঁরা। এখনেও অবশ্য একটা সমস্যা রয়েছে। কারণ, অ্যাসিমটোম্যাটিকরা তো নিজের ও চারদিকের অজান্তে করোনা ছড়িয়ে দিতে কোনও কার্পণ্য করবে না।

কয়েক দিন আগেই খবর হয়েছে, ১০০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে এ দেশে। এর আগে একমাত্র রয়েছে চিন। জুন মাসে চিন এই সংখ্যাটা পেরিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবে ভ্যাকসিনের ১০০ কোটি- ৩টি জার্মানি, ১১টি ফ্রান্স, ১০টি ইংল্যান্ড, ৫টি রাশিয়া, ১৮টি কানাডার সমান। যদিও বছরের শেষে এ দেশের যোগ্য জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশকেই পুরোপুরি ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব হবে। আর টার্গেট রয়েছে ৬০ শতাংশ। এবং প্রাপ্তবয়স্ক জনসমুদ্রের ৭০ শতাংশই একটি ডোজ পেয়েছেন এখনও। এ সব কিছুই এই বিরাট সাফল্যের নীচে অন্ধকার তৈরি করে রেখেছে।

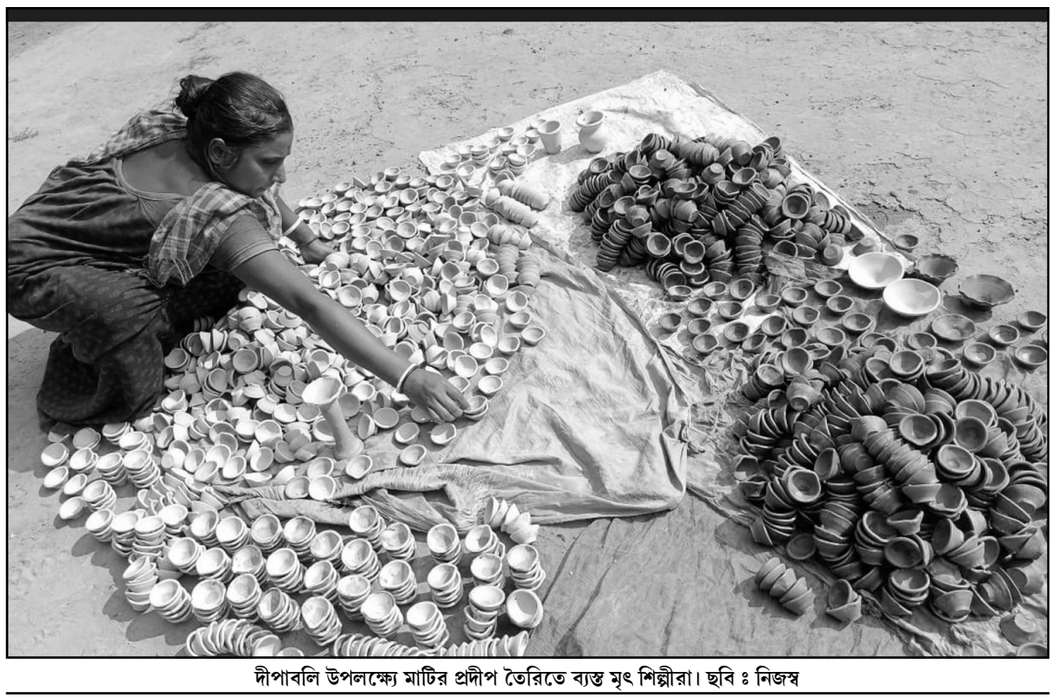

দীপাবলি উপলক্ষ্যে মাটির প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পীরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভিস্তারার উড়ান অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে, দাবি আপ নেতা সঞ্জয় সিংয়ের

ভুবনেশ্বর, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : বুধবার ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে অবতরণের সময় একটি ভিস্তারা ফ্লাইট অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আম আদমি পার্টি (আপ) সাংসদ সঞ্জয় সিং দাবি করেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সিংয়ের করা অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করে বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফ্লাইট ইউকে ৭৮৫ সকাল ৭ টায় দিল্লি ছেড়েছিল এবং বুধবার সকাল ৯ টার দিকে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে পৌঁছেছিল।

রাজ্যসভার সদস্য ট্যুইট করেছেন, 'আজ যখন বিস্তারা ফ্লাইটটি ভুবনেশ্বরে অবতরণ করেছিল, তখন মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল এবং ফ্লাইটটি অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিল।' তিনি বলেন, "দয়া করে পাইলটকে সরিয়ে না দিলে বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। ভিস্তারা ব্যবস্থাপনা এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে সজাগ থাকার আবেদন জানান। জবাবে, সিন্ধিয়া ট্যুইটারে এই বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে অযোধ্যায় তীর্থযাত্রার সুযোগ দেবে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : দিল্লির মন্ত্রিসভা অযোধ্যাকে বিনামূল্যে তীর্থভ্রমণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বুধবার দিল্লি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে এমনই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জানান, কোভিড অতিমহামারীর জন্য ওই প্রকল্প এখন বন্ধ আছে। এক মাসের মধ্যেই চালু হবে। অনলাইন সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল বলেন, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য পৃথক রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো চালু করা হবে। রাজধানীর বয়স্ক বাসিন্দারা অযোধ্যায় গেলে তাঁদের যাতায়াতের খরচ, খাওয়া ও থাকার খরচ সরকার বহন করবে। তাঁদের যাতায়াতের সময় উপস্থিত থাকবে প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ ও অ্যাটেনডেন্টরা।

সম্প্রতি অযোধ্যা ঘুরে এসেছেন কেজরিওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, আম আদমি পার্টি যদি উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে পারে, তাহলে সকলকে বিনামূল্যে অযোধ্যায় তীর্থভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হবে। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন হবে আগামী বছরে। দিল্লির "মুখ্যমন্ত্রী তীর্থযাত্রা যোজনা"-য় রাজধানীর মানুষ বৈষ্ণো দেবী, শিরদি, রামেশ্বরম, দ্বারকা, পুরী, হৃষিকেশ, মথুরা ও বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রার সুযোগ পান। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প চালু করেন কেজরিওয়াল। সেই প্রকল্পে ৬০ বছরের বেশি বয়সীরা বছরে একবার বিনামূল্যে তীর্থভ্রমণের সুযোগ পান। তাঁদের এক সঙ্গীও বিনামূল্যে যাওয়ার অনুমতি পায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "অযোধ্যার রাজা ছিলেন শ্রীরাম। তাঁর সুশাসনে সাধারণ মানুষের কোনও দুঃখকষ্ট ছিল না। দিল্লিও তেমনই সুশাসনের পথে হাঁটবে। রাম রাজ্যের আদর্শ মেনে চলা হবে।"

শিক্ষায় অগ্রগতি হবে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত হবে, বিদ্যুত ও জলের যোগান থাকবে পর্যাপ্ত, তাছাড়াও চাকরি, বাসস্থান, নারী শিক্ষা ও নিরাপত্তা এবং প্রবীণদের সম্মান, এইসবও জরুরি। গোটা দিল্লিই মেনে চলবে তার এই দশ নীতির আদর্শ। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ততকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের সাংবিধানিক বেঞ্চ। তারপর ট্রাস্ট তৈরি করে জমি হস্তান্তরের আইনি প্রক্রিয়া সারতে সারতেই করোনা হানা দেয়। ফলে রামনবমীতে কোনও জাঁকজমক হয়নি মন্দির নগরীতে। শেষমেশ গত বছর ৫ অগস্ট বিধি মেনে রামমন্দিরের ভিত পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর কাজ শুরু হয়েছে। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট জানিয়েছে, মূল মন্দিরটি নির্মাণ করতে খরচ হবে ৩০০-৪০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে খরচ হবে ১১০০ কোটি টাকা।

জোলাইবাড়িতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে হাঁস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী ব্লকে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বেনিফিশারী নির্ধারন করে উন্নতমানের হাঁসের বাচ্চা প্রদান করাহয়। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে কৃষি, মৎস্য, বন ও প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে। রাজ্যসরকারের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিগতদিনেও প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্দ্যোগে শুকরের ছানা বিতরন করাহয়েছে। এরমধ্যে বুধবার জোলাইবাড়ী ব্লকে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে ৮ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪১ জন বেনিফিসারী নির্ধারন করে উন্নতমানের হাঁসের বাচ্চা প্রদান করাহয়। এই প্রকল্পে প্রতিজন বেনিফিসারীর জন্য ১৩০০ টাকা ব্যায়করাহয়েছে। যারমধ্যে ১০ টি হাঁসের বাচ্চা, ২ কেজি হাঁসের রেশন সামগ্রী ও একটি বাঁশের খাঁচা প্রদান করাহয়েছে। এই হাঁস পালননিয়ে প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধীকারিকরা জানান হাঁস পালনে বিশেষ করে জলের প্রয়োজন হয়। এই হাঁস জল ছারাও পালন করাযায় বলে জানান প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা। উনারা জানান এই হাঁস অল্প সময়ের মধ্যে ডিম পারা শুরুকরে এবং বছরের অধীকাংশ সময় হাঁস ডীম পারে বলে জানান। উনারা আগামীদিনে এই যোজনায় পুনরায় বেনিফিসারী নির্ধারন করে ছাগল ও মুরগী বিতরন করবে বলে জানান। আজকের এই সমগ্রঅনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয় রিয়াং সহ প্রানীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা। আজকের অনুষ্ঠানে আগত বেনিফিসারীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা পেয়ে খোবই আনন্দিতহয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নীরজসহ ১১ জন ক্রীড়াবিদকে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান খেলরত্নের জন্য মনোনীত হলেন টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। নীরজের পাশাপাশি খেলরত্নের জন্য মনোনীত হয়েছেন আরও দশজন ক্রীড়াবিদ। এবছর মোট ১১ জন ক্রীড়াবিদকে বেছে নেওয়া হয়েছে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য।

নীরজের পাশাপাশি ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড কমিটি বুধবার খেলরত্নের জন্য বেছে নিয়েছে ভারতীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রী, মহিলা ক্রিকেট দলের টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন মিতালি রাজ এবং ভারতীয় হকি দলের গোলরক্ষর শ্রীজেশকেও। সুনীল ছেত্রী প্রথম ফুটবলার, যিনি খেলরত্নের জন্য মনোনীত হলেন।

এবছর অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন মোট ৩৫ জন ক্রীড়াবিদ, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান। এছাড়া প্যারা টেবিল টেনিসের ভাবিনা প্যাটেল, প্যারা শাটলার সুহাস, হাই-জাম্পার নিশাদ কুমাররাও অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

খেলরত্ন হচ্ছেন: নীরজ চোপড়া (অ্যাথলেটিক্স), সুনীল ছেত্রী (ফুটবল), পিআর শ্রীজেশ (হকি), লভলিনা বড়গোহাঁই (বক্সিং), রবি কুমার দাহিয়া (কুস্তি), মিতালি রাজ (ক্রিকেট), প্রমদ ভগত (প্যারা-ব্যাডমিন্টন), আভনি লেখারা (প্যারা-শুটিং), কৃষ্ণ নাগর (প্যারা-ব্যাডমিন্টন), সুমিত আন্টিল (প্যারা-অ্যাথলেটিক্স) ও মণীশ নারওয়াল (প্যারা-শুটিং)।

দীপাবলি উপলক্ষে মৃৎশিল্পীদের চরম ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। হাতেগোনা আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। আলোর উৎসব দীপাবলিতে মেতে উঠবেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে মৃৎশিল্পীরা এখন চরম ব্যস্ত। প্রতিটি এলাকায় চলেছে মূর্তি তৈরির পাশাপাশি মাটির প্রতিমা তৈরীর ব্যস্ততা। রাত পোহালেই দীপাবলি অর্থাৎ আলোর উৎসব। এই আলোর উৎসবকে সামনে রেখে কমলপুরের ফুলছড়ি কুমার পাড়ায় মাটির প্রদীপ সহ বিভিন্ন ধরনের মাটির বাসন তৈরীতে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পীরা। সবাই দিনরাত পরিশ্রম করছেন সামগ্রী গুলি তৈরী করে বাজার গুলিতে নিয়ে যাওয়ার। তবে গত দুই বছর আগের তুলনায় এবার কম মাটির প্রদীপ তৈরী করছেন ফুলছড়ির কুম্ভকাররা। কারন হিসাবে জানালেন, মাটির প্রদীপের চাহিদা অনেক কম। এখন মোমবাতি, ইলেক্ট্রনিক্স টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে আলোর উৎসব পালন করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে মাটির প্রদীপের কদর অনেকটা কমে গেছে। এরপরও কুমোর পাড়ায় শিল্পীরা মাটির প্রদীপ তৈরী করে বুক বেঁধে আছে বিক্রির আশায়। তবে আগের মতো মাটির প্রদীপ তৈরী করে তেমন লাভবান নয় মৃৎশিল্পীরা। জিনিসের দাম বেড়েছে, মাটির প্রদীপের দাম বেড়েছে। তাই অল্প পয়সায় টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে আলোর উৎসব পালন করতে দেখা যায় সিংহ ভাগ মানুষকে। এই অবস্থায় মাটির প্রদীপের চাহিদা কমে গেছে। এবিষয়ে ফুলছড়ির কুম্ভকাররা জানান, বাপ কাকার আমলের ব্যবসা পেটের তাগিদে কোন রকমে ধরে রেখেছি। গত কয়েক বছর আগে মাটির প্রদীপ হাজারে হাজারে বিক্রি হতো।এখন আর হয় না। তাছাড়া মাটির তৈরী বাসনের চাহিদা কমে গেছে। শুধু ধলাই জেলার কমলপুর এই নয় রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি মাটির প্রদীপ তৈরিতে এখন ব্যস্ত শিল্পীরা।

প্রায় ৫০০ বছর ধরে ভদ্রকালী ও পীর বাবার আরাধনায় সম্প্রীতির বার্তা হিড়বহাল গ্রামে

পুরুলিয়া, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুরুলিয়া শহর থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে অবস্থান। এখানে একই মন্দিরে ভদ্রকালী ও পীর বাবার পুজো হয়ে আসছে প্রায় ৫০০ বছর ধরে। বছরের ৩৬৫ দিনই নিয়ম মেনে আরাধনা করা হয় মা কালী ও পীর বাবার। এখানে পীর বাবা সত্যনারায়ণ হিসেবে পুজো নেন হিন্দু পুরোহিতের কাছে।

পৌরহিত্যেও বাকি আর পাঁচটা মন্দিরের থেকে এটি আলাদা। এখানে কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরোহিত নন, বংশ পরম্পরায় বাউরি সমাজের মানুষ পুজো করেন। কালী পুজোর সময় এই মন্দিরে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এখানের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ বলি প্রথা।

একপাশে পাঁঠা বলি ও অন্য পাশে মুরগি বলি চলে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই ভিন রাজ্য থেকেও হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে চারিদিক টালমাটাল। অন্যদিকে প্রায় শ"পাঁচেক বছর ধরে আমাদের এই বাংলার বুকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসছে পুরুলিয়া জেলার হিড়বহাল গ্রাম।

কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে গ্রামের এক সাধু জঙ্গলে তপস্যা করছিলেন। সেই সময় তিনি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পান এবং তখন থেকেই গ্রামে পুজোর শুরু। কয়েকদিন পরই মুসলমান সম্প্রদায়ের এক পীর বাবা সেখানে হাজির হন। তিনি হিন্দু পুরোহিতকে কালী মন্দিরে, আল্লার পুজোর পরামর্শ দেন। সাধুবাবা মুসলিমদের দেবতার পুজো করতে দ্বিধাবোধ করেন। সেই সময় পীর বাবা মুসলমানদের দেবতাকে সত্যনারায়ণ হিসেবে পুজো করার পরামর্শ দেন।

সেই থেকে একই মন্দিরে ভদ্রকালী ও পীর বাবার পুজো শুরু হয়। যে পুজো এখনও চলছে। এখনও দূর দূর থেকে বিভিন্ন ধর্মের বহু মানুষ এই মন্দিরের পুজোয় অংশগ্রহণ করতে আসেন।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জোট ছেড়ে অখিলেশকে সমর্থন এসবিএসপি-র

লখনউ, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : আগামী বছরে উত্তরপ্রদেশে ভোট। তার আগে সমাজবাদী পার্টিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করল বিজেপির এক প্রাক্তন জোটসঙ্গী। সেই দলের নাম সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি (এসবিএসপি)। দলের সভাপতি ওমপ্রকাশ রাজভর বুধবার ঘোষণা করেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁরা সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করবেন। উত্তরপ্রদেশে রাজভর সমাজের ওপরে ভাল প্রভাব রয়েছে এসবিএসপি-র। এদিন উত্তরপ্রদেশের মাউ জেলার হলধরপুরে এক সভা করেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ সিং যাদব। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওমপ্রকাশ রাজভর। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ মানুষ স্থির করেছেন, এবার তাঁরা বিজেপিকে হারাবেন। তাঁর কথায়, "বর্তমান সরকারের ওপরে কেউ সন্তুষ্ট নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ওপরে কারও আস্থা নেই।" ওমপ্রকাশের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সম্পদ বিক্রি করছেন। ২০১৭ সালে ওমপ্রকাশের দল বিজেপির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। পরে ওমপ্রকাশ যোগী আদিত্যনাথ সরকারে মন্ত্রীও হন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিজেপির বিরোধ শুরু হয়। ওমপ্রকাশকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেন যোগী আদিত্যনাথ।

ভুয়ো সাংবাদিক ধরতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন মমতা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ভুয়ো সাংবাদিক নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র ফেসবুক পেজ অথবা ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করে যাঁরা নিজেদের সাংবাদিক বলে দাবি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে বলেছেন তিনি। এ নিয়ে প্রেস ক্লাবগুলিরও সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার জলপাইগুড়িতে তিনি বলেন, """পুলিশকে বলব, নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে ভুয়ো গাড়ির উপর নজরদারি চলুক। অনেকে গাড়িতে স্টিকার লাগিয়ে সরকারি আধিকারিক, সাংবাদিক বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ওই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক পুলিশ।"""

সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন সময় তোলাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগ ওঠে অনেকের বিরুদ্ধে। পরে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের পরিচয় ভুয়ো। তিনি কোনও প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সংস্থায় কাজ করেন না। এ সব নিয়ে একাধিক বার সরব হয়েছে প্রেস ক্লাবগুলি। এ বার খোদ মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে সরব হওয়ায় খুশি তারা। ধূপগুড়ি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার বলেন, """এখন অনেকে যেমন ভুয়ো আইপিএস অফিসার, সিবিআই অফিসার সেজে প্রতারণা করেন, তেমনই ভুয়ো সাংবাদিক পরিচয়েও অনেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন। এর আগে আমরা এ নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এ বার মুখ্যমন্ত্রী বললেন।"""

ভুয়ো সাংবাদিক ধরতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। এ নিয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, পুলিশের তরফে জেলায় সব সময় নজরদারি চলছে। ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি থানাগুলিকেও বলা হয়েছে গাড়িতে প্রেস স্টিকার লাগানো দেখলে তা খতিয়ে দেখার জন্য।

দেহরাদুনের খাদে বাঙালি পর্যটকের গাড়ি, মৃত ৫, জখম ৭

দেহরাদুন, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডে ঘুরতে এসে দুর্ঘটনার কবলে বাঙালি পর্যটক। চলন্ত গাড়ি দেরাদুনের খাদে পড়ায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জখম হয়েছেন আরও ৭ জন।

বুধবার উত্তরাখণ্ডের বাঘেশ্বর জেলার ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে পড়া অধিকাংশ আসানসোল ও রানিগঞ্জের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মৃত-জখমদের উদ্ধার করে বাঘেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকিদের জন্য স্থানীয় প্রশাসন সুরক্ষিত এলাকায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

গত ২১ অক্টোবর আসনসোল থেকে ত্রিশ জনের এক পর্যটকদল উত্তরাখণ্ড রওনা দেন। সেখানে বিভিন্ন দর্শনীয় ঘুরে বুধবার তাঁরা তিনটে গাড়িতে বাঘেশ্বর ফিরছিলেন। প্রথম থেকেই আগে-পিছে করে তিনটে গাড়ি ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু বাঘেশ্বর কাপপোট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝের গাড়িটিকে ধাক্কা মারে তিন নম্বর গাড়িটি। তারপরই বিকট শব্দ শোনা যায়। মাঝের গাড়িটি দাঁড় করানো হয়। গাড়ি থেকে কয়েক নেমে আসেন। তাঁদের মধ্যে আসানসোল জেলা হাসপাতালের অ্যাসিট্যান্ট সুপার কঙ্কন রায়ও ছিলেন। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পিছনে যেতেই পাশের খাদে একটা গাড়ি পড়ে যেতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খাদে নামেন। স্থানীয়রা, পুলিশ-প্রশাসন কর্মীরাও ছুটে আসেন। কিন্তু, তখন কয়েকজনের মৃ্যু হয়েছে। বাকিদের অবস্থা খারাপ। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, ততক্ষণে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিপুরা এবং গোয়া জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এমনটাই মত অনুব্রতব

বোলপুর, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : ত্রিপুরা এবং গোয়া জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এমনটাই মত বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের। বুধবার বিকালে বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন ত্রিপুরা ও গোয়া দুই রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয় লাভ করবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "বিজেপি ভয় পাচ্ছে তাই ত্রিপুরায় বারবার তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করছে। তৃণমূল এমন একটা দল যা সাধারন মানুষের সঙ্গে থাকে। ভোটের আগে বলা হয়েছিল লক্ষীর ভান্ডার দেব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস বেইমানি জানেনা।" তাই মানুষের আস্থা তৃণমূল কংগ্রেসে। সেটাই বিরোধীদের ভয়ের কারণ বলেই এদিন ইঙ্গিত দেন অনুব্রত মণ্ডল। এদিন তিনি বলেন যে, "এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি বলেছিলাম ২২০ থেকে ২৩০ আসনে জিতবো। ২২০ হয়েছে, আর আপনারা জানেন চারশো থেকে ৯০০ ভোটের ব্যবধানে আমরা ১৩টা আসনে হেরেছি। সেটা না হলে ২৩০ ছাড়িয়ে যেতাম।" এদিন তিনি দাবী করেন, "ত্রিপুরা বিধানসভার ৫৯-৬০টি আসন রয়েছে। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস ৪০-৪৫টি আসন পাবো। গোয়ায় বোধহয় চল্লিশটা আসন রয়েছে, ওখানে নাই নাই করে ৩০টা আসন পাবো।" সেই সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "গোয়াতে কংগ্রেস ফ্যাক্টর, সেই কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তবে ত্রিপুরায় কংগ্রেস সমর্থন করবে কিনা, সেটা কংগ্রেস বলতে পারবে। আমি ছোটখাটো মানুষ, গ্রামের মানুষ, চাষির ঘরের ছেলে — অত কি করে বলবো?"

রোগব্যাধিতে

● আটের পাতার পর

কল্পনা দেববর্মার বাড়িতে। বুধবার উনার চিকিৎসার জন্য সংস্থার সদস্যরা নিয়ে আসেন কুলাইসিত জেলা হাসপাতালে। ধলাই জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক কল্পনার শারীরিক পরীক্ষা করার পর সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং উনার চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসক জানান ,তার সম্ভবত অ্যাপেন্ডিক্স ও পেটের সমস্যা থাকতে পারে ,সাথে ডায়াবেটিস রোগ এর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান। সংস্থার সভাপতি পি কে দেববর্মা জানান, উনারা খবর পেয়ে ছুটে যান নাকাশিপাড়ায় কল্পনা দেববর্মার বাড়িতে। উনাকে নিয়ে আসেন ধলাই জেলা হাসপাতালে। সংস্থার সভাপতি আরো জানান, কল্পনা দেববর্মার চিকিৎসার জন্য যতটুকু প্রয়োজন উনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সংস্থার কর্মীরা কল্পনা দেবর্বমার পরিবারের হাতে ৮৫০০ নগদ অর্থ প্রাথমিক অবস্থায় তুলে দেন। সংস্থার পক্ষথেকে এক কর্মীকে দেখাশোনা করার জন্য কল্পনা দেববর্মার পরিবারের সাথে রেখে গেছেন।

রাজ্য সফরে

● প্রথম পাতার পর

অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হতে ত্রিপুরায় এসেছি। সূত্রের খবর, আগামীকাল পর্যালোচনা বৈঠক সেরে তিনি ফিসারী কলেজে যাবেন। সেখানে সুইমিং পুলের উদ্বোধন করবেন এবং আইসিএআরের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যান মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় এবং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।ওই অনুষ্ঠান সেরে তিনি বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যাবেন। সেখানে কার্যকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন। সাক্ষাত সেরে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। তাঁর ওই সংক্ষিপ্ত রাজ্য সফরে ত্রিপুরা দারুন উপকৃত হবে বলে মনে করছেন কৃষি দফতরের আধিকারিকরা।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

জারি করা হয়েছে। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত ওই দুইটি মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে।

কদমতলা থানার ওসি বলেন, প্রকৃত ঘটনার থেকেও গুজব বেশি ছড়াচ্ছে। অতি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাধ্যমে উত্তেজনাকর খবর ছড়ানো হচ্ছে। তাই, সাধারণ জনগণ গুজবে কান দেবেন না, আবেদন জানান তিনি। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী ইতিমধ্যেই এসে পৌছে গেছে। অহেতুক ত্রিপুরার শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে তুলবেন না, সকলের কাছে ওই অনুরোধ করেন তিনি। উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, পরিস্থিতি সম্পুর্ন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রশাসনের তরফে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁরা শান্তি বজায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন।

টিএনএস

● প্রথম পাতার পর

পরিবর্তে আটটি সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দেওয়া, ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার সুষ্ঠ নীতি নেই। তাই দাবী-ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন ক্লাসিফায়েডের মত ৮টি সংবাদপত্রকে দেওয়া, বিজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। তিনমাস অন্তর অন্তর বিজ্ঞাপন বিতরণের স্টেটমেন্ট প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া, ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে ক্যাটাগরি ভিত্তিক কাগজে বিজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না, বিজ্ঞাপনের মূল্যহার ন্যূনতম ২০০ টাকা প্রতি কলাম সেন্টিমিটার করতে হবে। পূর্বতন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিাঁপনের বিল পেমেন্ট করতে হবে, রাজ্য সরকারের তথ্য কেন্দ্রগুলিতে পুনরায় পত্রিকা সরবরাহ করতে হবে, ক্যাবল চ্যানেল-এর জন্য পৃথক বিজ্ঞাপন বাজেট তৈরি করা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েলের উপস্থিতিতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রতিনিধিদলটির দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং ত্রিপুরা নিউজ পেপারর্স সোসাইটির প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সাংবাদিক বান্ধব। আগামী দিনে সাংবাদিকদের স্বার্থে এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

দাবীতে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষুব্দ এলাকাবাসীরা বুধবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৩৬ এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ।এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে ডিডব্লিউ এস দপ্তরের এস ডি ও এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও জয়দেব দেববর্মা।অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং পথ অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। এদিকে এলাকাবাসীদের অভিমত যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি পুরন না হবে এবং বনদপ্তর এর নির্দেশিকা প্রত্যাহার না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথ অবরোধ চলবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আলোচনা ক্রমে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনেরপর বিদ্যালয়ের উন্নয়নেবিভিন্ন পরিকল্পনা হাতেনিয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করাহয়েছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি দ্রুততার সহিত সমাধানের চেষ্টাকরাহবে বলে জানান উপপ্রধান। তিনি এও জানান এলাকাবাসীর ইন্দনে আজকে ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধে বসে। তিনি জানান বিদ্যালয়ে অপর একজন বাংলা বিভাগের শিক্ষকের জন্য আবেদন করা হবে। এলাকার জনপ্রতিনিধিরা জানান এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও শিক্ষক স্বল্পতা দূরকরতে প্রচেষ্টা চালানোহবে। ছাত্র ছাত্রীরা জনপ্রতিনিধিদের পতিশ্রুতি পেয়ে খোবই আনন্দিত হয়েছে। অবশেষে পতিশ্রুতিপেয়ে ছাত্র ছাত্রীরা পথ অবরোধমুক্ত করলো।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমার হাত ভেঙ্গে দেয়। যার ফলে নতুন করে ওই দুটি প্রতিমাকে আবার তৈরি করতে হচ্ছে উনার। উনি জানান গত বছরও উনার তৈরি করা কিছু কালী প্রতিমা এভাবেই ভেঙে দেয় কে বা কারা। লাগাতার দু"বছর এ ধরনের ঘটনায় উনি অনেকটাই উদ্বিগ্ন ও হতাশ। মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল জানান ,হয়তো কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উনার তৈরি করা দুইটি প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে।

বুধবার সকালে যখন উনি উনার দোকানে প্রতিমা তৈরি করতে আসেন এসেই দোকানের বারান্দায় কালী প্রতিমার ভগ্নদশা দেখে হতাশ হয়ে পড়েন।

প্রতিমাগুলো কে ভেঙ্গেছে এবিষয়ে তিনি কাউকে এখনো চিহ্নিত করতে পারেননি বলে জানান।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানান, পুর নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, খুব শীঘ্রই প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে। আগামী ১ অক্টোবর কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপির শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কারণ, লাগাতর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারছে না। তাই, আসন্ন পুর নির্বাচনে বিজেপির বিকল্প একমাত্র কংগ্রেস তা প্রমাণিত হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

এলাকার জনমনে উদ্বেগ ও উৎকণ ক্রমশ বাড়ছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে হয়তোবা তাকে খুন করে বাইক দিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে খুনিরা।

ক্রীড়াঙ্গন

স্বার্থ-সঙ্ঘাতের কারণে এটিকে মোহনবাগানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পথে সৌরভ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : স্বার্থের সঙ্ঘাত তৈরি হওয়ায় এটিকে মোহনবাগানের বোর্ড অব ডিরেক্টরের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আইএসএল (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) শুরুর লগ্ন থেকে এটিকে (অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা)-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌরভ। ২০২০ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের পরে তৈরি হয় ''এটিকে মোহনবাগান''। সেই দলের পদ থেকে এ বার সরে দাঁড়ানোর পথে তিনি।

আইএসএল-এর শুরু থেকে কলকাতা দলের মুখ ছিলেন সৌরভ। খেলার সময় মাঠে উপস্থিত থাকা থেকে শুরু করে দলের হয়ে বিজ্ঞাপনী প্রচারেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তিনি দলের পদ ছেড়ে দেওয়ায় এটিকে মোহনবাগানের সমর্থকদের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে কি না সেটাই দেখার। এটাও দেখার যে, সৌরভের অনুপস্থিতিতে ক্লাবের ''ব্র্যান্ড ইকুইটি'' কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি না। সিরিয়াস ক্রিকেট খেলা শুরুর আগে ফুটবলেই বেশি উতসাহিত ছিলেন সৌরভ। বার বার জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম প্রেম ফুটবল। তাই আইএসএল-এ আরপিএসজি গোষ্ঠী দল কেনার পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি।
হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

নীরজসহ ১১ জন ক্রীড়াবিদকে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত

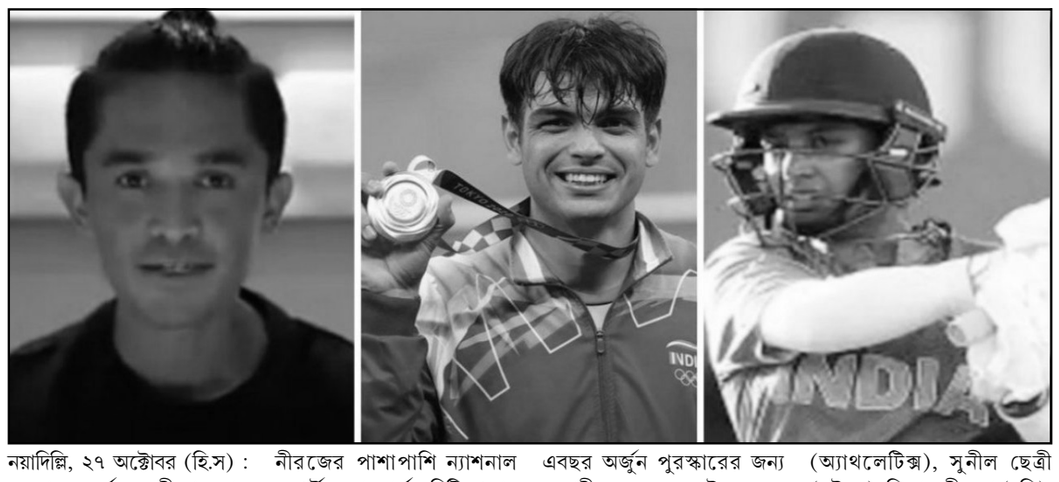

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান খেলরত্নের জন্য মনোনীত হলেন টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। নীরজের পাশাপাশি খেলরত্নের জন্য মনোনীত হয়েছেন আরও দশজন ক্রীড়াবিদ। এবছর মোট ১১ জন ক্রীড়াবিদকে বেছে নেওয়া হয়েছে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য।
নীরজের পাশাপাশি ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড কমিটি বুধবার খেলরত্নের জন্য বেছে নিয়েছে ভারতীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রী, মহিলা ক্রিকেট দলের টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন মিতালি রাজ এবং ভারতীয় হকি দলের গোলরক্ষর শ্রীজেশকেও। সুনীল ছেত্রী প্রথম ফুটবলার, যিনি খেলরত্নের জন্য মনোনীত হলেন।
এবছর অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন মোট ৩৫ জন ক্রীড়াবিদ, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান। এছাড়া প্যারা টেবিল টেনিসের ভাবিনা প্যাটেল, প্যারা শাটলার সুহাস, হাই-জাম্পার নিশাদ কুমাররাও অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।
খেলরত্ন হচ্ছেন: নীরজ চোপড়া (অ্যাথলেটিক্স), সুনীল ছেত্রী (ফুটবল), পিআর শ্রীজেশ (হকি), লভলিনা বড়গোহাঁই (বক্সিং), রবি কুমার দাহিয়া (কুস্তি), মিতালি রাজ (ক্রিকেট), প্রমদ ভগত (প্যারা-ব্যাডমিন্টন), আভনি লেখারা (প্যারা-শুটিং), কৃষ্ণ নাগর (প্যারা-ব্যাডমিন্টন), সুমিত আন্টিল (প্যারা-অ্যাথলেটিক্স) ও মণীশ নারওয়াল (প্যারা-শুটিং)।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগেই বড় ধাক্কা নিউজিল্যান্ড শিবিরে

দুবাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : আগামী ৩১ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগেই বড় ধাক্কা নিউজিল্যান্ড শিবিরে। চোটের জন্য এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন লকি ফার্গুসন।
টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই হারতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। পাকিস্তানের কাছে পাঁচ উইকেটে হারতে হয় কেন উইলিয়ামসনদের। সেই হারের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই আরও ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড।
নিউজিল্যান্ড দলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। দলের পক্ষ থেকে টুইট করে লেখা হয়, ''হাঁটুর চোটের কারণে এ বারের বিশ্বকাপে পাওয়া যাবে না নিউজিল্যান্ডের পেসার লকি ফার্গুসনকে। তাঁর বদলে অ্যাডাম মিলনেকে ১৫ জনের দলে পাওয়ার জন্য আইসিসি-র কাছে আবেদন করা হয়েছে।''
ফার্গুসনের চোট এতটাই গুরুতর যে চার সপ্তাহের জন্য তাঁকে পাওয়া যাবে না। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেন, ''প্রতিযোগিতা শুরুর আগের মুহূর্তে এমন ঘটনা ফার্গুসনের জন্য বেশ দুঃখের। গোটা দল ওর পাশে আছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও। খুব ভাল ছন্দে ছিল ফার্গুসন। দল থেকে ওর বাদ যাওয়া বেশ ক্ষতিকারক।''

সম্মানরক্ষার ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ

আবুধাবি, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামবে বাংলাদেশ। আর এই জিততে মরিয়া বাংলাদেশ। ম্যানেজমেন্টে সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে আজকের ম্যাচ জয় করাই হল একমাত্র রাস্তা।
বিশ্বকাপের গ্রুপ ১ এর শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড। একটি ম্যাচ খেলে সেটিতেই জিতেছে ইয়ন মর্গ্যানরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রায় দুরমুশ করেছে তারা। অন্যদিকে সুপার ১২ এ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভালো শুরু করেও হেরেছে বাংলাদেশ। গ্রুপ থেকে শীর্ষে শেষ করা দুটি দল সেমিফাইনালে যাবে। ফলে সেমিফাইনালে যেতে গেলে বাংলাদেশকে জিততেই হবে বাকি ম্যাচগুলো।
অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দারুণ খেলে অভিযান শুরু করেছে ইংল্যান্ড। মার কাটারি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এত সহজে ইংল্যান্ড দুরমুশ করতে পারবে তা ভাবতেও পারেনি কেউ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও একই পরিকল্পনা করতে পারে ইংল্যান্ড। ফলে ঘাতক হয়ে দাঁড়াতে পারেন আদিল রশিদ।
এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই দল টি-২০ তে মুখোমুখি হয়নি। ফলে দুই দলের কাছেই এই ম্যাচটা চ্যালেঞ্জের। জেসন রয় ও জস বাটলারের বিরুদ্ধে ভালো রেকর্ড আছে শাকিবের। ফলে নতুন বল হাতে শাকিবকে আজ দেখা যেতে পারে। উল্টো দিকে একই ভূমিকায় দেখা যেতে পারে মইন আলিকে। তবে আজকের ম্যাচেও চোটের জন্য মার্ক উডকে পাবে না ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ দলে কোনও চোট আঘাতের সমস্যা নেই।
ইংল্যান্ড দলের সম্ভাব্য একাদশ
জেসন রয়, জয় বাটলার, ডেভিড মালান, জনি বেয়ারস্টো, ইয়ন মর্গ্যান (অধিনায়ক), লিয়াম লিভিংস্টোন, মইন আলি, ক্রিস ওকস, ক্রিস জর্ডান, আদিল রশিদ, টিমাল মিলস
বাংলাদেশ-র দলের সম্ভাব্য একাদশ
মহম্মদ নইম, লিটন দাস/সৌম্য সরকার, শাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ (অধিনায়ক), আফিফ হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদি হাসান, মহম্মদ সইফুদ্দিন, নাসুম আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান

দ্বিতীয় ম্যাচেও হেরে টি২০ বিশ্বকাপে বেশ চাপে বাংলাদেশ

দুবাই, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : দ্বিতীয় ম্যাচেও হার বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কার পর ইংল্যান্ডের কাছেও হার শাকিব আল হাসানদের। ৮ উইকেটে জয় পেল ইংল্যান্ড। ২০ ওভারে ১২৪ রান করে বাংলাদেশ। মাত্র ১৪.১ ওভারে ১২৬ রান তুলে জিতে যায় ইংল্যান্ড।
বুধবার টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ১৪ রানের মধ্যে দুই ওপেনার লিটন দাস (৯) এবং মহম্মদ নইমকে (৫) হারিয়ে শুরুতেই বিপদে পড়ে তারা। ব্যর্থ হন শাকিব আল হাসানও (৪)। মুশফিকুর রহিম (২৯) এবং মাহমুদুল্লাহ (১৯) চেষ্টা করলেও ইংরেজ বোলাররা কখনও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেননি তাঁদের। প্রথম ম্যাচের মতো এই বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও সফল টাইমল মিলস। তিনটি উইকেট নেন তিনি। লোয়ার অর্ডারের ব্যাটসম্যানরা কিছুটা রান করায় বাংলাদেশের রান একশো পার করে। নুরুল হাসান (১৬), মেহেদি হাসান (১১) এবং নাসুম আহমেদ (১৯) বাংলাদেশকে পৌঁছে দেয় ১২৪ রানে। তবে সেই লক্ষ্য কখনও কঠিন ছিল না ইংল্যান্ডের জন্যও। ইংল্যান্ডের হয়ে ৩৩ বলে অর্ধশতরান করে বাংলাদেশের সব আশা শেষ করে দেন জেসন রয়। ৩৮ বলে ৬১ রান করে ম্যাচের সেরাও তিনিই। তিনটি ছয় এবং পাঁচটি চার মেরেছেন জেসন। জস বাটলার ১৮ রান করেন। ২৫ বলে ২৮ করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন দাউইদ মালান। যোগ্যতা অর্জন পর্বে জিতে মূল পর্ব খেলতে এসে পরপর দুই ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলাদেশ।

হংকং টি-২০-তে নেতৃত্বে হার্মানপ্রীত

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : বিশ্বে মহিলাদের ক্রিকেটে এই প্রথমবার।
ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এবার বসতে চলেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আর ভারতের এই ফরম্যাটের অধিনায়িকা হার্মানপ্রীত কৌরকে একটি দলের নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে।
'হংকং ফেয়ারব্রেক টি-২০ আমন্ত্রনী টুর্নামেন্ট' হবে আগামী বছর মে মাসে (১-১৫ মে)। ছয় দলের এই টুর্নামেন্টে, একটি দলের নেতৃত্ব দেবেন ভারতের অধিনায়িকা।
বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের ছয়টি দলে ভাগ করে টুর্নামেন্টটি হবে। আয়োজক সংস্থাটি টুইটার বার্তায় হার্মানপ্রীত কৌরকে একটি দলের নেতৃত্বে রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনের জন্য বামফ্রন্টের প্রার্থীরা বুধবার মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। ছবি নিজস্ব।

কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু, বিগত কিছু দিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৪৫১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৮৫ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,০২১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১৯ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৬২,৬৬১ জন (২৪২ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,১৫৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৩,৪৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৫৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৫৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ১২৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৩,৫৩,২৫,৫৭৭ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৮৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৫,৬৫৩ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,০২১ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৫,৯৭,৩৩৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৯ শতাংশ।

ভারতে ১০৩.৫৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৫ লক্ষ ৮৯ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৩,৫৩,২৫,৫৭৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ১২৪ জনকে।

ভারতে ৬০.৩২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৩,০৫,৯৬২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬০,৩২,০৭,৫০৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৩,০৫,৯৬২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৪৫১ জন।

সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান হাসিনার

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং জাতির প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কেন আচমকাই সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর এক অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতীয় যে কোনও প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।'

স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ সময়েই দেশের স্বার্থে যেভাবে সেনাবাহিনী কাজ করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলাসহ আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সেনাবাহিনী। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিশনে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য সম্মান ও মর্যাদা বয়ে এনেছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে।'

দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় সেনা সদস্যরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে কাজ করেছেন তার প্রশংসা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অপারেশন কোভিড শিল্ড' এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা করোনা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।"শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের সেনা সদস্যদের মানবিকতা মুগ্ধ করে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতীয় যে কোনও প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।"

দীপাবলি উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে বিলোনীয়ার যোগমায়া কালীবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ অক্টোবর।। দীপাবলি উৎসবকে সামনে রেখে বিলোনিয়া যোগমায়া কালীবাড়ি গত কয়েকদিন ধরেই সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে । পূজার প্রাক-প্রস্তুতি এবং মন্দিরের ইতিবৃত্ত টেনে বুধবার সকালে যোগমায়া মন্দির কমিটির সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্যী সাথে সাংবাদিকদের একান্ত আলাপচারিতায় উঠে আসে পূজার প্রাক প্রস্তুতির বিষয় ও মন্দিরের আদি ইতিহাস।

এ সম্পর্কে সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্যী বলতে গিয়ে প্রথমে তিনি যোগমায়া কালী বাড়ির পক্ষ থেকে দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আজ থেকে প্রায় একশো বত্রিশ বৎসর আগে এই কালীমূর্তি কাশি থেকে এনে স্বর্গীয় গগন চন্দ্র মজুমদার । কষ্টি পাথরের মূর্তি টি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখনই এই মূর্তিটি ছিল বর্তমান মন্দিরের পিছনে বটবৃক্ষের নিচে টিনের ছাউনি একটি চৌচালা ঘরে।

ধীরে ধীরে বিলোনিয়া বাসির সহযোগিতা এবং যখন যারা বিলোনিয়ার বিধায়ক ছিলেন উনাদের সহযোগিতা এবং পৌর পরিষদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছেএই মন্দিরটি এবং মন্দিরের সামনে বর্তমান নাট মন্দিরটি। অবিভক্ত ভারতবর্ষ যখন ছিল তখন থেকে এই দেবালয়ে কালীপুজো, দুর্গাপুজো, রথযাত্রা, উপলক্ষে মেলা বসতো, মাঝখানে সেই মেলা বন্ধ হয়ে যায় । কিছু সংখ্যক তরুণদের উদ্যোগে আজ থেকে প্রায় ২২ বছর আগেএই মেলাটি শুরু হয়েছিল।

কোভিদ পরিস্থিতির কারণে সরকারের কিছু নীতি নির্দেশিকা মান্যতা দিয়ে প্রতিবছর দীপাবলি কে কেন্দ্র করে তিনদিনের যে মহামেলা বসতো গতবারও আমরা এই মেলা বন্ধ রেখেছি এবারও এই মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনগণকে বার্তা দিতে গিয়ে তিনি বলেন এই মিলন উৎসব দীপাবলিতে আমরা যাতে পরস্পর পরস্পরের সাথে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে সেটাই আমরা আশা রাখি।

কেভিডএখনো মুছে যায়নি তাই এই কোভিড এর কথা চিন্তা করে আপনি নিজেও সুস্থ থাকবেন এবং অপরকেও সুস্থ রাখবেন। সরকারের সমস্ত নির্দেশিকা মেনে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করবেন ,এবং আনন্দ উপভোগ করবেন। এটাই সকলের কাছে আশা রাখছেন মন্দির কমিটির সম্পাদক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেদারনাথ সফরকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি জোরদার

দেহরাদুন, ২৭ অক্টোবর (হি.স) : আগামী ৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কেদারনাথ সফরকে সামনে রেখে প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে।

চারধাম দেবস্থানম বোর্ডের মিডিয়া ইনচার্জ ডঃ হরিশ গৌর জানান, প্রধানমন্ত্রীর কেদারনাথ ধামের পূজা ও পূজা অনুষ্ঠানের জন্য বোর্ডও তাদের স্তর থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে। তিনি জানিয়েছেন, কেদারনাথের প্রধান রাস্তাগুলি সহ হেলিপ্যাড থেকে বরফ সরানো হয়েছে এবং মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন, সাজসজ্জা, দর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কাজ চলছে। গাড়ওয়াল কমিশনার এবং বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবিনাথ রমন জেলা প্রশাসন এবং বোর্ডকে সময়মতো প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী আধিকারিক বিডি সিংকে। ডেপুটি কালেক্টর জিতেন্দ্র ভার্মা বলেন, কেদারনাথে মোদীর কর্মসূচির বিষয়ে সরকারি আধিকারিকরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনুজ গোয়েল সমস্ত বিভাগ এবং সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও প্রস্তুতির খতিয়ে দেখতে ৩ নভেম্বর কেদারনাথে যেতে পারেন।

স্বাস্থ্য আধিকারীককে বিদায় সংবর্ধনা জানাল গন্ডাছড়া প্রেসক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রত্যন্ত মহাকুমা গন্ডাছড়া হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিদায় সম্বর্ধনা জানালো গন্ডাছড়া প্রেসক্লাব। সম্বর্ধনা পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত বিদায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক জটিলেশ্বর দেববর্মা। গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিদায় সংবর্ধনা জানালো গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাব। মঙ্গলবার রাতে গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাবে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জঠিলেশ্বর দেববর্মাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস, গন্ডাছড়া থানার ওসি, ডেপুটি কালেক্টর, শিক্ষক হরিলাল চক্রবর্তী, গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাব সভাপতি রবি সিং, সম্পাদক সুশান্ত দাস, প্রেস ক্লাবের সদস্যগন সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। গন্ডাছড়া মহাকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করাতে বিভিন্ন মহল থেকে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।ে

অ্যাম্বুলেন্স থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যাওয়ার সময় আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। প্রকাশ্য দিবালোকে বুধবার বিশালগড় হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যাওয়ার সময় এক চোরকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এক কুখ্যাত চোর আটক।ঘটনা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার দুপুর ১.৪৫ মিনিট নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের চোখে পড়ে।পরবর্তী সময়ে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালে থাকা বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের খবর পাঠায়। তারা চারিদিকে বেরিকেড দিয়ে সেই চোরকে আটক করে। জানা যায় ,কিছুদিন পরপর বিভিন্ন সরঞ্জাম হাসপাতালের ভেতর এবং বাহির থেকে চুরি হচ্ছে। কিন্তু হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী থাকা সত্ত্বেও কাউকে আটক করতে পারেনি। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে হাসপাতালের এম্বুলেন্স গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং হাসপাতাল থাকা এ সি কাবার নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় হাতেনাতে আটক করা হয় চোরকে। পরবর্তী সময় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চোরকে থানায় নিয়ে যায়। জানা যায়, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চুরির অভিযোগ রয়েছে। আটক চুরের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

রোগব্যাধিতে শয্যাশায়ী গরিব পরিবারের মহিলার পাশে দাঁড়ালো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ত্রিপ্রাসা শেংক্রাক মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রোগব্যাধিতে শয্যাশায়ী গরিব পরিবারের এক মহিলার পাশে দাঁড়ালো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ত্রিপ্রাসা শেংক্রাক মথা। মহিলাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয় কুলায় জেলা হাসপাতালে। সেখানে তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি।

কমলপুর মহকুমার নাকাশিপাড়া এলাকার কল্পনা দেববর্মা নামে এক মহিলা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পারিবারিক দারিদ্রতার ধরুন চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তাই উনার সাহায্যে এগিয়ে এলো ত্রিপ্রাসা শেংক্রাক মথা নামে একটি সামাজিক সংস্থা। সামাজিক সংস্থাটি কল্পনা দেববর্মার অসুস্থতা ও দারিদ্রতার কথা শুনতে পেয়ে ছুটে যায় নাকাশি পাড়াস্থিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যহাতির তাণ্ডব অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। বন্যহাতির তাণ্ডবে দিশেহারা কৃষককূল। দাবি উঠছে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্য বনদপ্তর। তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের অধীন বালুছড়া এলাকা। প্রায় প্রতিরাতেই বন্যহাতির তাণ্ডবে অসহায় জনগণ। গতকাল রাতে বন্য হাতির দল তাণ্ডব চালায় বালু ছড়া এলাকায়। তেলিয়ামুড়া থেকে মুঙ্গিয়াকামী যাবার বাইপাস সড়কের পাশে থাকা সুজন সরকার এর লাউ ক্ষেত নষ্ট করে দেয় হাতির দল।

মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কৃষকরা। কৃষক সুজন সরকার জানান, বন্ধনের লোন নিয়ে এই কৃষি কাজ চালিয়ে রেখেছেন। উৎপাদিত ফসলের আয়ের মাধ্যমে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। কিন্তু হাতির আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ দিশেহারা। তিনি জানান, হাতির দল গতকাল রাতে উনার লাউ ক্ষেত নষ্ট করে।সেই সাথে কৃষক রঞ্জিত সরকার, ধীরেন্দ্র দাস সহ অন্যান্যদের ফসলের ক্ষেতও নষ্ট করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান ,রাতে হাতির আক্রমণের সময় দেখা পাওয়া যায়নি তথাকথিত বনদপ্তর এর হাতি তাড়ানোর এডিএস টিমকে।

তাছাড়া হাতির আক্রমণে কৃষকদের কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে যাবার খবর জানালেও তাদের দেখা মেলেনি। অভিযোগ এর পূর্বেও বহু বার হাতির আক্রমণে তাদের ফসল নষ্ট হলেও বনদপ্তর থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করা নি। দাবি উঠেছে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক রাজ্য বনদপ্তর। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি উঠেছে।

উদয়পুরে কংগ্রেসের ধরণা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটার তালিকা সরবরাহ করাসহ অন্যান্য দাবিতে উদয়পুরে মহকুমা শাসক অফিসের সামনে ধরনা সংঘটিত করে কংগ্রেস। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ধর্না প্রত্যাহার করা হয়। আসন্ন পুর পরিষদ, পুর নিগম ও নগর পঞ্চায়েত এর নির্বাচন ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি মাঠে নেমে পরেছে।বুধবার উদয়পুর মহকুমার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে প্রাক্তন গোমতী জেলার কংগ্রেসের গোমতী জেলা সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থক নিয়ে উদয়পুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসেন।দাবি আগামী ২৫শে নভেম্বর সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমার পুর পরিষদ নির্বাচন সংঘটিত হতে যাচ্ছে।আর এই নির্বাচনে ভোটার তালিকা সহ কাগজ পত্র দেওয়া হয়নি। এই ইসুকে সামনে এনে ধর্নায় বসে কংগ্রেস।কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা উদয়পুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান উদয়পুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ সহ রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ ও বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী।পরবর্তীতে দীর্ঘ ৩০ মিনিট পর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় এর আশ্বাসে ধর্না প্রত্যাহার করা হয় বলে সৌমিএ বিশ্বাস জানান।

সাব্রুম রেল স্টেশন সংলগ্ন দমদমা গ্রামের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। দীর্ঘদিন ধরে সাব্রুম রেল স্টেশন সংলগ্ন দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নাম্বার ওয়ার্ড এর বসাকপাড়া যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল দশায়ন রাস্তাটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুমের দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর ওয়ার্ডের বসাকপাড় যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় ।তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার জনগণ ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘ বছর ধরে সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ আর.ডি ব্লকের অর্নগত দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এটি সাব্রুম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক থেকে যুব শক্তি ক্লাব হয়ে রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা এবং দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নাম্বার ওয়ার্ডের বসাকপাড়া এলাকার জনগণের যাতায়াতের জন্য একমাত্র রাস্তা। রাস্তাটির বিভিন্ন জায়গাতে ভেঙ্গে রয়েছে এবং পথচলতি জনগণের অসুবিধা হচ্ছে। ওই এলাকায় রয়েছে একটি ন্যায্য মূল্যের দোকান রয়েছে। যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি দীর্ঘ ছয় সাত বছর যাবত ভেঙে পড়ে থাকলেও সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। দীর্ঘ ছয় সাত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো রাস্তা নির্মাণের কাজ হাত দেয়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জমে থাকে প্রচুর পরিমাণে কাদা।এতে করে যাতায়াতের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওই এলাকার বসবাসকারী ও পথচলতি জনগণের। এমনকি এ রাস্তাটি দিয়ে ঢুকলে রয়েছে একটি সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান।সবচেয়ে কাছের রাস্তাটি দিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়িগুলো চলাচল করে সেগুলো বর্তমানে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছেনা। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে অটো চালকরাও। বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের মেম্বার প্রধান পঞ্চায়েত ও ব্লককে জানানোর পরেও কোন কাজ হচ্ছে না। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় গাড়ি চলাচলের যেমন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তেমনি যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয় কিংবা কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়িও ওই এলাকায় পৌঁছাতে পারবেনা। এলাকাবাসীর দাবি অবিলম্বে রাস্তাটি যেন সংস্কার করা হয় ।তার জন্য সাব্রুমের বিধায়ক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করছে এলাকাবাসী। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে এলাকার জনগণ আন্দোলনে সামিল হবেন বলে ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।